124

2843/Gift

सत्यमेव जयते

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

Library

প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

283/Gift

124

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

The Minister-in-Charge of Education
(Primary & Secondary)
Government of West Bengal

With best compliments

from

Director, SCERT, West Bengal.
June 28, 1991

Library
B. C. Road

প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আহ্বায়কের প্রতিবেদন

যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে আবর্তিত সমাজজীবনের পটভূমিকায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নব মূল্যায়নের ধারা দেশে দেশে অব্যাহত। এই আবর্তনের স্রোতে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাও সামিল হয়েছে। তদানীন্তন সরকার ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার যে পাঠক্রম প্রবর্তন করেন তা-ই এ যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে (নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সহ) অনুসৃত হয়ে আসছে। প্রায় পঁচিশ বছর পরে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীকে আরও বাস্তবানুগ ও জীবনমুখী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৪৩৫-ই ডি এন (পি), তারিখ ২০এ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এর আদেশনামায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করেন। পর পর চারিটি আদেশনামায় [নং ১৩৩৪-ই ডি এন (পি), তারিখ ১৩ই নভেম্বর ১৯৭৬, নং ১০০০-ই ডি এন (পি), তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, নং ১৫৯-ই ডি এন (পি), তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ এবং নং ১২৫১-ই ডি এন (পি), তারিখ ৩০এ জুন ১৯৭৮] এই কমিটি সম্প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের সবগুলি অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্র মারফত জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এইরূপ সার্বিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এবং অধিবেশনগুলিতে ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিলেবাসকে আধুনিকীকরণ এবং বাস্তববাদী করার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা করা হয়েছে। মূল কমিটিকে বিশেষভাবে সাহায্য করার জন্য সাতটি বিষয়ের উপর উপ-সমিতি গঠন করা হয়। মূল কমিটি সহ উপ-সমিতির সদস্যগণ সর্বমোট ১৬টি অধিবেশনে মিলিত হন। মূল কমিটি পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক স্বার্থে বিভিন্ন উপ-সমিতির রিপোর্ট প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীর মূল কমিটির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার তাঁর মূল্যবান উপদেশ, সঠিক নেতৃত্ব ও নিরলস শ্রম দিয়ে যেভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এ ছাড়া মূল কমিটি ও বিভিন্ন উপ-সমিতির সভাবৃন্দ তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশাদি দিয়ে যেভাবে আরব্ধ কাজকে পরিপূর্ণতার পথে পরিচালিত করেছেন তার জন্য তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও কমিটির কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন—সেজন্য তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

সবশেষে এই আশা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি—এই পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী মাননীয় শিক্ষক মহাশয়দের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিক সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ভূমিকা পালন করুক; তবেই আহ্বায়ক হিসাবে আমার সমস্ত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সত্যনারায়ণ দাশ,

২৩এ জুলাই ১৯৭৯।

উপ-শিক্ষা-অধিকর্তা (প্রাথমিক শিক্ষা) ও আহ্বায়ক,
প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ।

সূচী

প্রস্তাবনা

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সার্বিক সংস্কারকল্পে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক "স্কুল এডুকেশন কমিটি" গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে পাঠক্রম রচনা করেন, তা প্রাথমিক (নিম্নবুনিয়াদী) শিক্ষার পাঠক্রম হিসাবে প্রবর্তিত হয়। উক্ত পাঠক্রমে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি সম্যকভাবে রূপায়িত না হ'লেও এই শিক্ষার এবং সাধারণভাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মৌলিক ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। উল্লিখিত পাঠক্রম নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল। অতঃপর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধ'রে উল্লিখিত পাঠক্রম প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলন থাকার পর যুগের প্রয়োজনে এবং পরিবর্তিত সমাজজীবনের তাগিদ ও চাহিদার পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ এক আদেশনামায় [নং ১৪৩৫-ই ডি এন (পি), তারিখ ২০এ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪] ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ এবং বাস্তবমুখী ক'রে গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে "প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি" গঠন করেন। এই সিলেবাস কমিটি চারিটি আদেশনামায় [নং ১৩৩৪-ই ডি এন (পি), তারিখ ১৩ই নভেম্বর ১৯৭৬, নং ১০০০-ই ডি এন (পি), তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, নং ১৫৯-ই ডি এন (পি), তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ ও নং ১২৫১-ই ডি এন (পি), তারিখ ৩০এ জুন ১৯৭৮] সম্প্রসারিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সালে কর্মোদ্যোগ শুরু করেন। বর্তমান সরকার গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই কমিটির কাজ পুরোদমে চলতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সমিতির প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকর্মিগণকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে এই কমিটির অধিবেশনে এবং শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রীআবদুল বারি স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে মাঝে মাঝে যোগদান ক'রে সক্রিয়ভাবে এই কমিটির কাজে অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় এই শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন স্তরের ও সংগঠনের প্রতিনিধি গৃহীত হ'ল। প্রায় দুই বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার একটি পাঠসূচী প্রণয়ন করেন। এই পাঠক্রম রচনায় শিশুর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তদুপরি সমাজের সর্বশ্রেণীর ৬ থেকে ১১ বছরের শিশুর বিশেষ ক'রে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর শিশুর প্রয়োজনকে স্মরণ রাখা হয়েছে। এই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তৃতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োগসাধ্য হয়। পাঠক্রম রচনায় সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিকীকরণের নীতি যথাসম্ভব অনুসৃত হয়েছে।

এই পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে। তার

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ক্রান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি, জীবনব্যাপী শিখনের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধ'রে নেওয়া হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ ক'রে কোঠারী কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি পাঠক্রম রচনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উদ্দেশ্যে শিশুর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকল্পে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ" শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন বিষয় পাঠক্রমে সংযোজিত হয়েছে।

(ঘ) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসংগিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গ'ড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(চ) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠক্রমে বিষয়টি শিখনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষকের শিক্ষাদানের পদ্ধতির সাধারণ ইঙ্গিত সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাঠক্রম রচনায় কমিটি নিম্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন :

(ক) অধুনা প্রচলিত পাঠসূচী আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে এবং লক্ষ্য করা গেছে যে, এর বহু দিক এখনও গ্রহণযোগ্য হ'লেও বিগত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

(খ) সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলায় অবস্থিত নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থাসমূহে অনুষ্ঠিত সভায় সমবেত শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের প্রদত্ত অভিমত বিবেচনা করা হয়েছে।

(গ) সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা হয়েছে।

(ঘ) নয়াদিল্লীস্থ ভারতের জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের (N.C.E.R.T.) এবং কয়েকটি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পাঠক্রম পর্যালোচনা ক'রে উপযুক্ত সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিটি মতবিনিময়ের সুযোগ নিয়েছেন।

(ঙ) এ ছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধিদ্বয় Population Education সম্পর্কে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে পাঠ্যাংশ উপস্থাপিত করেন তা আলোচিত হয়েছে।

(চ) মূল কমিটি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপ-সমিতিসমূহ গঠন করেন। এই উপ-সমিতিগুলিতে সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি যোগদান করেন। উপ-সমিতিসমূহের বিবরণ মূল কমিটিতে যথাযোগ্যভাবে আলোচিত, বিশ্লেষিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

(ছ) মূল কমিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক সদস্য থাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে।

পাঠক্রম রচনার প্রাথমিক কাজ হিসাবে কমিটি প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য স্থিরীকৃত করেন এবং তা রূপায়ণের জন্য যথোপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার সুপারিশ সহ পাঠ-ক্রমের প্রস্তাবিত কাঠামোকে ভিত্তি ক'রে একটি প্রাথমিক "প্রতিবেদন" রচনা করেন। এই প্রতিবেদনটি প্রাথমিক সুপারিশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তাঁদের বিবেচনার জন্য দাখিল করা হয়। উপ-সমিতিসমূহ এই প্রতিবেদনকে অবলম্বন ক'রে এবং কমিটির দ্বারা প্রস্তাবিত নির্দেশিকা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের খসড়া পাঠক্রম রচনায় অগ্রসর হন। সমগ্র পাঠক্রমটি সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য কমিটি প্রশাসনিক ও পরিদর্শনব্যবস্থা সম্পর্কিত এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য কতিপয় সুপারিশ করেছেন। এই রিপোর্টের স্থানান্তরে সেগুলি সংযোজিত হ'ল।

কমিটি আশা প্রকাশ করেন সরকারের দ্বারা অনুমোদিত পাঠক্রমকে ভিত্তি ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস হবে। কমিটি আরও আশা করেন যে, এই পাঠক্রম সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হ'লে এর রূপায়ণের জন্য ১৯৭৯ সালকে প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করা হবে এবং ১৯৮০ সালে এই পাঠক্রম পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত হবে।

পাঠক্রম রচনার কাজে যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন কমিটি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। আহ্বায়ক শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ এ কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এজন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। চব্বিশপরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীজগদীশচন্দ্র সাহা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিকরণের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীসুধাংশু-শেখর পয়রা এই কমিটির কাজে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কমিটি তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এতদ্‌ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা অধিকরণের আরও অনেকে এ কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। কমিটি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

কমিটির সদস্য শ্রীসুধাংশু পাল এবং শ্রীকালীপদ দে ইংরেজীর স্থান সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ ক'রে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। "উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ" সংক্রান্ত উপ-সমিতির সদস্য শ্রীকল্যাণ রায় এই সিলেবাসে সূতাকাটার অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই তিন সদস্যের লিখিত অভিমত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হ'ল। প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ও ইংরেজীর স্থান সম্পর্কে কমিটির বক্তব্য সবিস্তারে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতি—

নিবেদক

হিমাংশুবিমল মজুমদার,

সভাপতি,

প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ।

২৩এ জুলাই ১৯৭৯।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে গঠিত সিলেবাস কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদন

সাধারণভাবে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাস্তরকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। ৬ বছরটি প্রথাবদ্ধ (formal) শিক্ষা শুরুর বছর। ৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত শিক্ষা সাধারণভাবে একটি সৃজনশীল পূর্ণ মানুষ তৈরির শিক্ষা। এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পরিণত মানুষ গঠনের ভিত্তি রচনার কাল, তাই এই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

মানবের বিকাশের কয়েকটি দিক আছে, যথা—দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি। এই বিকাশধারা অনুসরণ ক'রে বলা যায় জ্ঞানার্জন, চিন্তন ও মননের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার মাতভাষা ও সাধারণ গণিত শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন, অনুভূতির সুষম বিকাশ, সুরুচি ও সৌন্দর্য-বোধ গঠন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সু-অভ্যাসসমূহ গঠন,—সর্বোপরি শোষণ-মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদনুযায়ী নিজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

এই সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিমানসে ছেলেমেয়ের পরিণমনের (maturation) স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার কাম্য পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন—

জ্ঞানমূলক

১। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক জগতের (মানব ও জীবজগৎ সহ) তথ্য আহরণ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কার্যকারণ সম্পর্কে জানা।

২। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং সকল সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমভোজী শ্রমবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ সে বিষয়ে জানা।

৩। দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি।

৪। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা।

৫। মাতৃভাষায় শব্দসম্ভার (vocabulary) বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাব-গ্রহণ ও প্রকাশের উন্নতিসাধন।

৬। গাণিতিক রাশি ও সরল গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি।

দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক

১। স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে অঙ্গ সঞ্চালনে দক্ষতা ও অভ্যাস গঠন।

২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি নিজ জীবনে প্রয়োগের জন্য অভ্যাস গঠন।

৩। সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতামূলক জীবনযাপন করার জন্য অভ্যস্ত হওয়া।

৪। প্রাক্ষোভিক (emotional) জীবনে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে অভ্যাস গঠন।

৫। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা অর্জন।

৬। মাতৃভাষায় মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত বক্তব্য প'ড়ে ও অন্যের বক্তব্য শু'নে বোঝার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন।

৭। সংখ্যা ও রাশি নিয়ে গাণিতিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও তার প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন।

৮। ব্যক্তিগত ও সামূহিক জীবনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

৯। আহরিত জ্ঞানের প্রয়োগ ক'রে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন।

১০। উৎপাদনের সরল প্রক্রিয়াসমূহে অংশগ্রহণে যোগ্যতা অর্জন।

১১। বিবিধ সৃজনাত্মক অভিব্যক্তির দক্ষতা অর্জন।

দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা

১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন।

২। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গঠন।

৩। উৎপাদনমূলক শ্রম সহ সমাজকল্যাণমুখী সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গঠন।

৪। মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে দেশাত্মবোধ জাগরণ।

৫। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন।

৬। শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ (নান্দনিক চেতনা) জাগরণ।

পাঠক্রম

পাঠক্রম হ'ল একটি সমন্বিত কর্মধারা যার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও অভীষ্ট সাধিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। যথা—

১। খেলাধূলা ও শরীরচর্চা,

২। উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ,

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ,

৪। পঠন-পাঠননির্ভর কাজ।

এরই ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে নিচের বিষয়গুলি পাঠ্য ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত:

(ক) **খেলাধূলা ও শরীরচর্চা :** দেহের সুষম বিকাশের উদ্দেশ্যে বয়স ও পরিবেশ উপযোগী ছন্দোবদ্ধ অঙ্গ-সঞ্চালন ও সাধারণ খেলাধূলা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন।

(খ) **উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ ঃ** উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ ও যথোপযুক্ত মানসিকতা গ'ড়ে তোলা এবং ছেলেমেয়েদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত হ'তে সাহায্য করার জন্য বয়স ও পরিবেশ উপযোগী এবং আধুনিক সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ।

(গ) **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ঃ** বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মননশীলতা গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় জীবনযাপন, নানাবিধ উৎসব পালন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সাঙ্গীকৃত কাজ।

(ঘ) **পঠন-পাঠননির্ভর কাজ ঃ** এই বিভাগকে নিচের কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা যায় :

(১) মাতৃভাষা, (২) গণিত, (৩) পরিবেশ পরিচিতি।

(১) **মাতৃভাষা ঃ** জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানার্জনের জন্য পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য এবং লিখিত বক্তব্যই এর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ব'লে সর্বজনস্বীকৃত; এ ছাড়াও ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ও চিন্তনের মাধ্যম হিসাবে ভাষার স্থান অদ্বিতীয়। সহজ সরলভাবে মাতৃভাষার অনুশীলন প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধ গ'ড়ে তুলতে হবে।

(২) **গণিত ঃ** গণিতে সরল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও গাণিতিক রাশির সাহায্যে চিন্তনের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

(৩) **পরিবেশ পরিচিতি ঃ** পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দুই শ্রেণীতে সাধারণভাবে পরিবেশ পরিচিতি পাঠই হবে এই বিষয়ের উদ্দেশ্য। তৃতীয় শ্রেণী থেকে এই বিষয়কে ধীরে ধীরে চারটি সুনির্দিষ্ট শাখা হিসাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যথা—ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান। পঞ্চম শ্রেণীতে এই বিভাজন সুস্পষ্ট রূপ পাবে।

বিশেষ মন্তব্য ঃ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(ক) **সাংগঠনিক ব্যবস্থা ঃ** স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে সকাল ও দুপুরে বিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

(খ) সময় বণ্টন ঃ

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী
স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা এবং খেলাধূলা (প্রতিদিন)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (১৮·২)	৪০ মিঃ (১৮·২)	৪০ মিঃ (১৬)
উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক (পাঁচ দিন)	৩০ মিঃ (১৬)	৩০ মিঃ (১৬)	৪০ মিঃ (১৫)	৪০ মিঃ (১৫)	৪০ মিঃ (১৫)
সামুদায়িক জীবন এবং সাঙ্গীকৃত ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ (পাচ দিন)	৩০ মিঃ (১৬)	৩০ মিঃ (১৬)	৪৫ মিঃ (১৭)	৪৫ মিঃ (১৭)	৪৫ মিঃ (১৭)
ভাষা ও সাহিত্য (প্রতিদিন) ..	৪০ মিঃ (ভাষা) (২২)	৪০ মিঃ (ভাষা) (২২)	৪০ মিঃ (ভাষা) (১৮·২)	৪০ মিঃ (১৮·২)	৪০ মিঃ (১৮·২)
গণিত (প্রতিদিন) ..	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (১৮·২)	৪০ মিঃ (১৮·২)	৪০ মিঃ (১৮·২)
প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি (তিন দিন)	—	—	৩৫ মিঃ (৮)	৩৫ মিঃ (৮)	৩৫ মিঃ (৮)
সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি (দু'দিন)	—	—	৩৫ মিঃ (৫·৩)	৩৫ মিঃ (৫·৩)	৩৫ মিঃ (৫·৩)
	১৮০ মিঃ (৯৮)	১৮০ মিঃ (৯৮)	(৯৯·৯)	(৯৯·৯)	(৯৯·৯)

(বন্ধনীতে মোট সময়ের শতকরা হিসাব নির্দেশিত হয়েছে।)

উপরের সূচিত সময়-সারণি নমনীয় থাকবে। স্থানীয় অবস্থা ও ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষকমশায় এর পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি সামুদায়িক জীবনের এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হবে।

(গ) কাজের সময় ঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—বিরতি বাদে সপ্তাহে পাচ দিন তিন ঘণ্টা ও একদিন দু' ঘণ্টা।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—বিরতি বাদে সপ্তাহে পাঁচ দিন চার ঘণ্টা ও একদিন 'দু' ঘন্টা।

অর্ধ-দিবসে শ্রেণীর কাজের পর অতিরিক্ত এক ঘণ্টা সারা সপ্তাহের কাজের মূল্যায়ন এবং পরবর্তী সপ্তাহের পরিকল্পনার জন্য শিক্ষকমশায় ব্যয় করবেন।

ভর্তির সময়

শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে ৩১এ মার্চ ও শহরাঞ্চলে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ভর্তি করা চলবে।

কাজের দিন

অবকাশ ও রবিবার বাদে ২২৮ দিন বছরে কাজের দিন হওয়া উচিত। এই ২২৮ দিনের মধ্যে ২০০ দিন কার্যকর শিক্ষাদান দিবস (effective teaching day) ধ'রে পাঠ্যসূচী (syllabus) ও কর্মসূচী রচনা করা হবে।

মূল্যায়ন

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতেই কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।

শিক্ষক-সংখ্যা নির্ণয়ের ভিত্তি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণী-ইউনিটের ৪০ জন শিক্ষার্থী-পিছু একজন শিক্ষক থাকবেন। কোন শ্রেণীতে ৪০-এর বেশি শিক্ষার্থী হ'লে দু'টি শ্রেণী-ইউনিটে ভাগ করতে হবে। আশীর পর থেকে একশত পর্যন্ত শিক্ষার্থী-সম্বলিত বিদ্যালয়ের তিন জন; একশর পর থেকে একশ কুড়ি পর্যন্ত চার জন এবং তার বেশি হ'লে প্রতি শ্রেণী-ইউনিটে একজন ক'রে শিক্ষক থাকবেন। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সংখ্যা দু'জনের কম হবে না; এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র ছোট ছোট বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শিক্ষক-শিক্ষণ

শিক্ষক-শিক্ষণব্যবস্থার উপযুক্ত সংস্কার ও কর্মরত শিক্ষকদের প্রস্তাবিত পাঠক্রমের সাথে পরিচয় ঘটানোর ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তাবিত পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও কর্মসূচীকে রূপদান করার জন্য দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার জন্য কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল মাতৃভাষা ও গণিতের জন্য এবং অন্য শ্রেণীগুলিতে এ দু'টি ছাড়াও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিষয়ক বই পাঠ্য থাকবে।

সহায়ক ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার জন্য নিচে বর্ণিত সহায়ক ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন :

১। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাব্যবস্থা।

২। মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা।

৩। শিশু-কল্যাণমূলক কর্মসূচী।

৪। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সংস্কার, আসবাব ও ন্যূনতম শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা।

শিশু শ্রেণী

পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে একটা ক'রে "শিশু শ্রেণী" থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ৫ + বয়সের ছেলেমেয়েরা এই শ্রেণীতে ভর্তি হবে। এই "শিশু শ্রেণী" শিশুর প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তির প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করবে। এর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন।

শিক্ষণ ব্যবহারিকা বা শিক্ষণ নির্দেশিকা

প্রস্তাবিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য একটি বিশদ শিক্ষণ নির্দেশিকা" (প্রয়োজনবোধে একাধিক খণ্ডে) থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

পরিদর্শন

প্রস্তাবিত পাঠক্রমের সুষ্ঠু রূপায়ণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ও নিয়মিত পরিদর্শনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

হিমাংশুবিমল মজুমদার,
সভাপতি।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৮।

৩

পাঠ্যসূচী রূপায়ণে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সুপারিশসমূহ

প্রাথমিক "প্রতিবেদনে" কতিপয় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটি পাঠক্রমের সার্থক রূপায়ণে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত সুপারিশগুলি দাখিল করছেন :—

(ক) (১) **প্রশাসনিক ব্যবস্থা :** প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারে যথোপযুক্ত দায়িত্ব দিয়ে একটি বিশেষ "ক্যারিকুলাম প্রয়োগ সেল" গঠন করা দরকার। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই সেলের ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। তিনি প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন এবং দ্রুততার সঙ্গে পাঠক্রম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তাঁকে সহায়তা করবেন উপযুক্ত সংখ্যক সহকারী। এই ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রাথমিক শিক্ষার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের নানাবিধ তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। জেলা স্কুল বোর্ড ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগসাধন করবেন। পাঠক্রম রূপায়ণের দ্রুত ব্যবস্থাপনার দিকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দেবেন এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়সমূহের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের যথাযোগ্য নির্দেশ দান ও পরিচালনা করবেন।

(২) **পরিদর্শন ব্যবস্থা :** বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাকে দৃঢ়ীকরণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক বছরে অন্তত দু'বার নির্দিষ্ট সার্কেলে প্রত্যেকটি [প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। প্রত্যেকটি সার্কেল এলাকাকে কার্য পরিচালনার উপযুক্ত ক'রে সুসংগঠিত করতে হবে। স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে পাঠক্রম রূপায়ণ সংক্রান্ত নানা সমস্যাও আলোচনা করবেন এবং শিক্ষাদানে উপযুক্ত সহায়তা করবেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতি তিন মাইলের মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে "শিক্ষক-কেন্দ্র" স্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রতি মাসে একবার পাঠক্রম সংক্রান্ত আলোচনায় ঐ এলাকার শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং শিক্ষকদের পাঠদান বিষয়ক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে প্রতি মাসে একবার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিদর্শকের পক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

(খ) (১) **সাংগঠনিক ব্যবস্থা :** পাঠক্রম রূপায়ণে কমিটি মনে করেন ১৯৭৯ সালকে প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করা দরকার। এই বছরে অনুমোদিত নূতন সিলেবাস মুদ্রিত ক'রে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বিতরণ করা প্রয়োজন। এই বছরেই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা এবং কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ সংগঠন সম্পর্কিত কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ১৯৮০ সালের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন হওয়া দরকার।

এই কমিটি মনে করেন ১৯৮০ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে নূতন পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা সম্ভব। পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষকগণের নবীকরণের কাজও চলতে পারে। ১৯৮১ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাকি শ্রেণীসমূহে এই নূতন পাঠক্রম প্রবর্তিত হ'তে পারে।

(২) **টেক্সট বুক কমিটি :** শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে অধিকতর সমন্বয় সাধনের জন্য কমিটি মনে করেন "টেক্সট বুক কমিটি"কে শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত ক'রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। এই "টেক্সট বুক কমিটি"তে উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। "টেক্সট বুক কমিটি"র সচিব পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতি সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত থাকবেন।

(৩) **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন :** নূতন সিলেবাস অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব আরম্ভ হওয়া দরকার। এই কাজ ১৯৮০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য এক একটি কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটিতে থাকবেন—একজন প্রাথমিক শিক্ষক, একজন প্রাথমিক শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক এবং দু'জন বিশেষজ্ঞ। এই কমিটি পাঠ্যপুস্তকের লেখককে পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও ইঙ্গিত দেবেন। প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় বিষয়বস্তু, ভাষা ও আঙ্গিকের বিন্যাসে শিশুদের সামর্থ্য, আগ্রহ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রতি যেমন দৃষ্টি দেওয়া হবে তেমনি দৃষ্টি দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে। প্রতি বিষয়ে দু'জন লেখক দু'খানি পাণ্ডুলিপি দাখিল করবেন। "পাঠ্যপুস্তক রচনা কমিটি" পাণ্ডুলিপিগুলির মূল্যায়ন করবেন। যাঁর পাণ্ডুলিপি উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হবে, কমিটি সেই লেখকের সঙ্গে ব'সে আলোচনা ক'রে পাণ্ডুলিপিটির চূড়ান্ত রূপ দেবেন। উভয় লেখকই উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। প্রতি পাঁচ বছরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া দরকার।

(৪) **শিক্ষণ ব্যবহারিকা বা শিক্ষণ নির্দেশিকা :** কমিটি মনে করেন প্রস্তাবিত সিলেবাস অনুসারে শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য "শিক্ষণ ব্যবহারিকা"কে নতুনভাবে প্রস্তুত করা দরকার। এই শিক্ষণ ব্যবহারিকার প্রথম খণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত বিষয় পড়াবার জন্য প্রয়োগসাধ্য ও ব্যবহারযোগ্য সুপারিশ থাকবে। দ্বিতীয় খণ্ডে অনুরূপভাবে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য সুপারিশগুলি সংযোজিত থাকবে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার পর এই শিক্ষণ ব্যবহারিকা প্রস্তুত ও বিতরণ করা হবে। এ কাজ ১৯৮১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া দরকার। "টেক্সট বুক কমিটি" বিশেষজ্ঞ দ্বারা "শিক্ষণ ব্যবহারিকা" রচনা করাবেন। এই কাজে অন্ততপক্ষে দু'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষক যুক্ত থাকবেন। শিক্ষণ ব্যবহারিকায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে :

(ক) প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও পঠন-পাঠনের সুপারিশ,

(খ) মূল্যায়ন পদ্ধতি,

(গ) রেকর্ড সংরক্ষণ,

(ঘ) শিক্ষাদান কাজে পরিবেশের সম্পদ ব্যবহার।

(৫) **বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা :** প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার। যদিও বিদ্যালয়গুলি পরিবেশে প্রাপ্ত সম্পদকে

উপযুক্তভাবে ব্যবহার করবেন, তবুও প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত নিম্নবর্ণিত জিনিসগুলি অত্যাবশ্যক :—

(ক) একটি বিদ্যালয়গৃহ,

(খ) অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা-উপকরণ,

(গ) বিভিন্ন কাজের জন্য পৌনঃপুনিক অর্থের প্রয়োজনভিত্তিক অনুদান। অনগ্রসর এলাকার বিদ্যালয়কে অধিক অনুদান।

(ঘ) পানীয় জল ও শৌচাগার,

(ঙ) বসবার আসন,

(চ) উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ।

আশা করা যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রদের সহায়তায় কিছু উপকরণ প্রস্তুত ক'রে শিক্ষাদানকার্যে ব্যবহার করবেন। "প্রতিবেদনে" উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণী খুলবার জন্য কমিটি বিশেষভাবে সুপারিশ করছেন।

(৬) **শিক্ষক-প্রশিক্ষণ :** পাঠক্রমের সার্থক রূপায়ণ বহুলাংশে নির্ভর করে সুনির্বাচিত ও উপযুক্ত শিক্ষকের উপর একথা স্মরণ রেখে কমিটি শিক্ষকের নির্বাচন ও প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মরত প্রত্যেক শিক্ষককে নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে ধারণা এবং প্রয়োগ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান দেওয়া অত্যাবশ্যক। সেই সঙ্গে কমিটি অধুনা-প্রচলিত নিম্ন-বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের নবীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর অব্যবহিত পরেই পাঠক্রমের সঙ্গে পরিচিতির জন্য শিক্ষকমণ্ডলী যাতে পাঠক্রম নিয়ে আলোচনায় মিলিত হন তার ব্যবস্থা করা দরকার। ১৯৭৯ সালের শেষার্ধে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে এক বছরের মধ্যেই এই কাজ শেষ করলে ভাল হয়। নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন, সর্বাগ্রে তাঁদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দরকার হবে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন শিক্ষণ সংস্থার অধ্যাপক, স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে এই প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করতে হবে। প্রশিক্ষণশেষে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের উপর নিজ নিজ এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের নবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হবে।

কমিটি মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষয়-শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে এটা কার্যকরী করা যায়, অপচয় নিবারণে কিভাবে মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ক'রে প্রচলিত বার্ষিক পরীক্ষাভিত্তিক প্রমোশন প্রথা বিলোপ করা যায় এবং একই সঙ্গে কিভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একাধিক শ্রেণী পরিচালনা করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পাঠ্যতালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তদুপরি, বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিকতম মূল্যায়ন বিধি প্রয়োগ, শ্রেণী পাঠনার সঙ্গে পরিবেশের

সম্পর্ক স্থাপন, নানা কার্যক্রমের মধ্যে পাঠক্রমকে সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রদান এই শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মধ্যে আলোচিত হবে। এই স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের পরেও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিস্তৃততর ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। রাজ্য প্রশিক্ষণ বোর্ডের (State Training Board) ও রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। কর্মরত শিক্ষকদের নবীকরণের জন্য নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার ১৯৭৯ সালের শিক্ষাবর্ষের ছাত্রভর্তি সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে নবায়নের কাজে শিক্ষণ সংস্থাকে ব্যাপৃত রাখলে এবং স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকগণও নিজ নিজ এলাকায় সাথে সাথে স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই যৌথ প্রচেষ্টায় নবায়নের কাজ ত্বরান্বিত হ'তে পারে। প্রশিক্ষণকালে যোগদানকারী কর্মরত শিক্ষকগণকে উপযুক্ত হারে দৈনিক ভাতা দেওয়া যেতে পারে।

(৭) **রাজ্য শিক্ষা সংস্থা :** রাজ্য শিক্ষা সংস্থা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়। অতএব, প্রাথমিক শিক্ষকদের নবীকরণে, শিক্ষণ ব্যবহারিকার পাণ্ডুলিপি রচনায়, প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন বিধি স্থিরীকরণে এবং পাঠক্রমের মূল্যায়নে এই সংস্থা একদিকে যেমন অগ্রণী হবেন তেমনি অন্যদিকে পাঠক্রম সম্পর্কিত গবেষণায়, শিক্ষকদের জন্য পাঠদান সম্পর্কিত সহায়ক পুস্তিকা রচনায় ও প্রাথমিক শিক্ষার নানা উন্নয়নমূলক পরীক্ষানিরীক্ষায় মুখ্য ভূমিকা নেবেন। এই কাজে অতি অবশ্যই নির্বাচিত নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থাসমূহ যুক্ত থাকবেন। এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থাকে প্রাথমিক শিক্ষার নানাদিকের বিশেষজ্ঞ নিযুক্তির দ্বারা সুসংগঠিত করার দরকার হবে। প্রস্তাবিত পাঠ-ক্রম সংক্রান্ত শিক্ষাধিকরণের বিশেষ সেলের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা ক'রে এই সংস্থা মূলত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির রূপদানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

(৮) **জনসংযোগ :** নতুন পাঠক্রম সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার জন্য উপযুক্ত জনসংযোগ ও প্রচারের ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। এই কাজে প্রচারের জন্য সংবাদপত্র, বেতার, শিক্ষা সম্মেলন, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোট ছোট আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা যায়। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণকে ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থাকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে।

(৯) **ইংরেজী শিক্ষার স্থান :** কমিটি মনে করেন অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির সময়ে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান আবশ্যিক ব'লে বিবেচিত হবে না এবং তদনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিবর্তিত হওয়া দরকার। এই বিষয়ে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ব'লে কমিটি আশা করেন।

কমিটি আগামী তিন বছরের মধ্যে সমস্ত প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে।

॥ বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাসসমূহ ॥

খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

ভূমিকা

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত খেলাই শিশুর জীবন। এই খেলার মাধ্যমেই দেহ ও মনের সুসংবদ্ধ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। শরীরচর্চা একদিকে যেমন শারীরিক বিকাশে সহায়তা করে তেমনি অন্যদিকে মনের নানাদিকের বিকাশের সহায়ক। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক সু-অভ্যাস গঠনের কাজ শিশুকাল থেকেই শুরু করা উচিত। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য পৃথক সিলেবাস না ক'রে বিষয়টিকে এই পাঠ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব, লক্ষ্য করা যাবে যে, ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শরীরচর্চা ও খেলাধূলার সিলেবাস রচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

খেলাধূলা ও শরীরচর্চার পাঠক্রমের সাধারণ লক্ষ্যগুলি ভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে। নিম্নলিখিত জ্ঞানদক্ষতা ও আচরণমূলক উদ্দেশ্যগুলি খেলাধূলা ও শরীরচর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করবে :—

১। শিশুর নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিনতে পারা এবং তাদের কার্যকারিতা বুঝতে পারা। সুষ্ঠু দেহভঙ্গী, চলা, বসা এবং দাঁড়ানো আয়ত্ত করা।

২। অঙ্গ সঞ্চালনের সুফল সম্বন্ধে জানা।

৩। নিয়মিত ও পরিমিতভাবে শরীরচর্চার অনুশীলনে যত্নবান হওয়া।

৪। শারীরিক বিকাশের সঙ্গে খাদ্য ও বিশ্রামের সম্পর্ক জানা এবং খাদ্য ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।

৫। খেলাধূলার নিয়মাবলী জানা ও বোঝা, নিয়ম অনুযায়ী খেলাধূলার অনুশীলন, পরিচালনা এবং আলোচনা করার ক্ষমতা অর্জন করা।

৬। খেলাধূলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সম্বন্ধে জানা এবং বিভিন্ন খেলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারা। খেলার সরঞ্জাম সুন্দরভাবে পরিচ্ছন্ন ক'রে খেলার পরে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গঠন এবং সেই অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।

৭। খেলার মাঠে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় জানা এবং তা প্রতিকারের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অবহিত থাকা।

৮। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, নিয়মিত স্নান ও মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি প্রাত্যহিক সু-অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা।

৯। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগ্রত করা।

১০। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা।

১১। নিরাপত্তাবোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার মনোভাব জাগ্রত করা।

শরীরচর্চার পাঠ্যসূচী

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী (গড় বয়স ৬+ থেকে ৭+)

[সময় প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট]

১। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ: হামাগুড়ি, হাঁটা, বসা, দৌড়ানো, একপায়ে লাফানো, জোড়াপায়ে লাফানো, ছোঁড়া, চড়া, ঝোলা, তোলা ইত্যাদি।

২। খেলাধূলা: অনুকরণ জাতীয় খেলা, যেমন—হাতির মত চলা, ঘোড়ার মত চলা, পাখির মত উড়া, দৈত্য ও বামনের মত চলা, অ্যারোপ্লেনের মত চলা, সাইকেলের মত চলা ইত্যাদি।

৩। ভারসাম্যমূলক কার্যকলাপ: যেমন—পায়ের পাতার ও আঙ্গুলের উপর ভর ক'রে চলা, যুক্তভাবে দৌড়ানো, বাঁশী বাজলে একপায়ে দাঁড়ানো, আঙ্গুলের উপর ভর ক'রে পাশে চলা, সামনে চলা, পিছনে চলা ইত্যাদি।

৪। ছড়ার মাধ্যমে খেলা: সুর, তাল ও ছন্দের সাহায্যে ছড়া আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করা। যেমন—

(ক) "ব্যাঙের সাত ভাই চলে ঠেলা গাড়িতে. . . . . .।"

(খ) "ঝম ঝমা ঝম বৃষ্টি পড়ে মাথায় ধরে ছাতা।"

৫। গল্পচ্ছলে খেলা: গল্পের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম হয়, যেমন—রাজা-রানী ও পক্ষীরাজ ঘোড়া, চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া, রাজপুত্রের হরিণ শিকার করা।

৬। তাড়া-করা জাতীয় খেলা: যেমন—ইঁদুর-বিড়াল, চোর-পুলিস, পাহাড়ে আগুন লেগেছে, দাদুর লম্বা লম্বা পা ইত্যাদি।

৭। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:

(ক) নিজের দাঁত, নখ ও চুলের যত্ন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—প্রথম পর্যায়ে গৃহে।

(খ) নিজের জুতো, জামা ও পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদের যত্ন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

(গ) খেলাধূলা ক'রে বা মলমূত্র ত্যাগ ক'রে এবং খাওয়ার আগে হাত-পা-মুখ ভাল ক'রে ধোয়া।

৮। প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ:

(ক) আহার, মলমূত্র ত্যাগ, নিয়মিত স্নান, খাদ্য-অখাদ্য এবং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। এইসব বিষয়ের নিয়মিত অভ্যাসগঠন।

(খ) মলমূত্র ত্যাগ—গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

(গ) জল—বিশুদ্ধ জল পান।

(ঘ) নিয়মিত কাজ, খেলাধূলা, বিশ্রাম, অবসরযাপন এবং নিদ্রা।

বিঃ দ্রঃ—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাজের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি আচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী (গড় বয়স ৮+ থেকে ৯+)

[সময়—প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ মিনিট]

১। পূর্ববর্তী স্তরের (শ্রেণীর) কাজগুলি আরও উচ্চতর পর্যায়ে এই শ্রেণীতে করাতে হবে। এঁই স্তরে দলগত খেলার উৎসাহ দিতে হবে।

২। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনমূলক নিয়মানুগ ব্যায়াম: ব্যায়ামে ক্ষিপ্রতা শিক্ষা যেমন—লাফানো, ডিগবাজী খাওয়া, হাঁটু মুড়ে ব'সে মাটিতে মাথা ঝোঁকানো, শুয়ে পড়ে (মাটিতে) দু'পায়ে সাইকেল চালানো, দু'পাশে পা ছড়িয়ে দেহকে সামনে ঝোঁকানো, একপায়ে লাফানো, মুক্ত লাফানো, জোড়া পায়ে লাফানো, দু'পা পাশে ছড়ানো, সামনে ঝুঁকে হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁওয়া, বাঁশের বা বেতের চাকার উপর খরগোসের লাফ দেওয়া, দ্রুত সারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো, তৎপরতার সঙ্গে বৃত্তাকারে দাঁড়ানো।

৩। সংগঠিত খেলাধূলা:

(ক) তাড়া-করা জাতীয় খেলা, চোর-পুলিস, জুড়ি খোঁজা, কানামাছি, বুড়ি ছোঁওয়া।

(খ) নেতাকে অনুসরণ করা, সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, ট্যাগ গেম স্ট্যাচু খেলা।

(গ) রীলে গেমস—

সরঞ্জামের সাহায্যে যথা—বল, রীন ব্যাগ, হুপ ইত্যাদি।

বিনা সরঞ্জামে—ছুঁয়ে দৌড়ে আসা, ফ্রগ রীলে, হুপিং রীলে, স্কীপিং রীলে, ক্যাঙ্গারু রীলে, আঁকাবাঁকা রীলে, বল বাউন্সিং রীলে, বল-পাসিং রীলে ইত্যাদি।

৪। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিমূলক কার্যকলাপ: খরগোসের মতো লাফ, ডিগবাজী খাওয়া, পিছনে ডিগবাজী খাওয়া, গরুর গাড়ির চাকা, হাতের উপর ভর ক'রে ব্যাঙের লাফ ইত্যাদি।

৫। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা:

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অভ্যাসের অনুশীলন।

(খ) পরিবেশ কি ক'রে দূষিত হয়।

(গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল/অপরিচ্ছন্নতার কুফল—গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

(ঘ) এই অভ্যাসের বা অনভ্যাসের ফলাফল ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা।

৬। প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ:

(ক) আহার, মলমূত্র ত্যাগ ও নিয়মিত স্নান—গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

(খ) খাদ্য ও অখাদ্য সম্বন্ধে ধারণা।

(গ) সময়ে মলমূত্র ত্যাগ না করার কুফল।

(ঘ) বিশুদ্ধ ও দূষিত জল সম্পর্কে ধারণা।

৭। বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যাস গঠন।

৮। গ্রাম ও শহর: পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে জনসাধারণ।

৯। সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও তার প্রতিষেধক: কম বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ—ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, মাময়, দাদ, খোস, পাচড়া, হাম ও তার সংক্রমণ/প্রতিরোধ/সংক্রামক রোগ বলার কারণ।

১০। নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা: দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তা/নিজের ও অন্যের/শহরে ও গ্রামে/গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

১১। অ্যাথলেটিকস:

(ক) স্বল্পদূরত্ব দৌড়ের আরম্ভ ও শেষ করার, লম্ফন ও নিক্ষেপণের প্রাথমিক কলা-কৌশল শেখা।

(খ) প্রধান প্রধান খেলার প্রস্তুতিমূলক খেলা, ব্যাটবল, খো খো খেলার প্রাথমিক স্তর, নেটবল, রাবার বল, এবং দাঁড়িয়াবান্ধা ও আঞ্চলিক খেলা ইত্যাদির সহিত প্রাথমিক পর্যায়ে ছোঁড়া, ধরা ইত্যাদি অভ্যাস করার মধ্য দিয়ে খেলা।

১২। ছন্দোবদ্ধ কার্যকলাপ: গান ও বাজনার সাথে সহজ নৃত্য শেখা, যেমন—লোক-নৃত্য, ব্রতচারী, আঞ্চলিক নৃত্য, ছড়ার মাধ্যমে নৃত্য, পায়ে তাল রেখে নৃত্য ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণী (গড় বয়স ১০+)

[সময়—প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ মিনিট]

১। পূর্ব শ্রেণীর কার্যকলাপগুলির অনুশীলন (বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা উন্নত মানের করা)।

২। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠনমূলক নিয়মানুগ ব্যায়াম (আরও উন্নত ধরনের হবে) এবং সরঞ্জামের সাহায্যে গঠনমূলক ব্যায়াম। যেমন—পতাকা, রিং, রুমাল, হুপ ইত্যাদির সাহায্যে।

৩। তাড়া-করা জাতীয় খেলা: এই খেলাগুলি পূর্ববর্তী শ্রেণীর চেয়ে উন্নত ধরনের হবে। যথা—ইঁদুর-বিড়াল খেলা, হাত ধ'রে শিকল তৈরি ক'রে তার মধ্যে দিয়ে দৌড়ান ও তাড়া করা। এ ছাড়া ডজবল, বুড়ী বাসন্তী, গোল্লা ছুট ইত্যাদি।

৪। রীলে গেমস (উন্নত ধরনের হবে), যথা—সাটল রীলে, আর্চবল রীলে, বল রীলে (বিভিন্ন প্রকার), টানেল বল রীলে, লীপ ফ্রগ রীলে, ব্ল্যাকবোর্ড রীলে, বীজব্যাগ রীলে, হুপ রীলে, ফ্ল্যাগ রীলে ইত্যাদি।

৫। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিমূলক কার্যকলাপ: ডিগবাজি খাওয়া সামনে পেছনে (ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়ানো), মুরগি লড়াই, হাতের উপর ভর ক'রে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা, পিরামিড, আর্চ সাঁতার প্রভৃতি।

৬। অ্যাথলেটিকস: দৌড়, লম্ফ, নিক্ষেপ ইত্যাদি নিয়মানুগ কৌশল অবলম্বন, দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতা অর্জন। (নিক্ষেপণে ক্রিকেট বল, টেনিস বল, রবার বল, ফুটবল ইত্যাদির ব্যবহার আবশ্যক।)

৭। ছন্দোবদ্ধ কার্যকলাপ: লোকনৃত্য, ব্রতচারী, কর্ম-সঙ্গীত, পায়ে তাল রাখা, গান ও বাজনার সঙ্গে তালে তালে চলা ইত্যাদি।

৮। প্রধান নিয়মানুগ খেলা: কবাডি, ফুটবল, খো খো ও আঞ্চলিক খেলা ইত্যাদির প্রস্তুতি।

৯। বহিঃভ্রমণের ও শিবিরজীবনের প্রাথমিক অনুশীলন (বিদ্যালয় বা বাইরের পরিবেশে)।

১০। দেহের গঠন ও কার্যাবলী:

(ক) নিজের ইন্দ্রিয়গুলির দৈহিক গুরুত্ব যত্ন করা বা অবহেলা করার ফলাফল (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি)।

(খ) দেহভঙ্গী—বিকৃত বা সুঠাম দেহভঙ্গী।

১১। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা:

(ক) পরিবেশ কত রকমে দূষিত হয়। বিশুদ্ধ পরিবেশে বাস করার প্রয়োজনীয়তা। গৃহ, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজন ও গুরুত্ব/সামাজিক চেতনা।

(খ) মলমূত্র ত্যাগের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা—
খাটা পায়খানা ও স্যানিটারী পায়খানার প্রাথমিক ধারণা, প্রস্রাবের স্থান সাফাই (গৃহে ও বিদ্যালয়ে)।

(গ) প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ—
নিয়মিত স্নান/লোমকূপ ও ত্বকের পরিচ্ছন্নতা, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহের অনুশীলন।

(ঘ) পানীয় জল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা/গৃহে/বিদ্যালয়ে, শহর ও গ্রামে।

(ঙ) নিদ্রা/নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা।

১২। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত সামাজিক চেতনা।

১৩। নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা: নিরাপত্তার শিক্ষা (নিজের পরিবারের, বহিঃসমাজের), প্রাথমিক শুশ্রূষা।

১৪। পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ও শারীরিক বিকাশ: সুষম খাদ্য ও পুষ্টি, পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ, রিকেট, বেরিবেরি—প্রতিকার, সামাজিক চেতনা।

Acc No — 16060

সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজ

ভূমিকা

শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করা এবং শিশুকে তার সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলা। কেবল বই প'ড়ে এটা হ'তে পারে না। এর জন্য বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজও করতে হবে। এই কাজের ফলে শিশুর হাত-পা কর্মক্ষম হবে, পটুত্ব লাভ করবে। শুধু তাই নয়, এই কাজ তার মস্তিষ্কেরও বিকাশের সহায়তা করবে। কাজ করতে গেলে কেবল হাত-পায়েরই প্রয়োজন হয় না, মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন হয়।

এই কাজ হবে বিদ্যালয়ের সমাজজীবনের সকল প্রকার কাজ, তার মধ্যে সমাজের প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক কাজও থাকবে এবং শিশুর আত্মপ্রকাশের উপযোগী সৃজনাত্মক কাজও থাকবে। এই দু'রকম কাজ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হবে না। এমনভাবে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যেন একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রত্যেকটি কাজের লক্ষ্য হবে শিশুর অথবা তার বিদ্যালয়-সমাজের ব্যবহারোপযোগী কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা এবং সেটিকে যথাসাধ্য ছাত্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর ও সুরুচিসম্মত করা।

এখানে কয়েকটি কাজের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পরিবেশের সুযোগসুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে অন্য কাজের কথাও চিন্তা করতে হবে। এইসকল কাজের মধ্যে যেকোন একটি নির্বাচন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সকল ছাত্রই এই কাজ করবে। সম্ভব হ'লে এবং প্রয়োজন বোধ করলে একই বিদ্যালয়ে একাধিক কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একদল ছাত্র একটি করবে, অপর দল আর একটি। এই কাজ ছাড়াও বিদ্যালয়-সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কিছু কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে—যেমন, ঝাঁটা তৈয়ারি, আসন তৈয়ারি, পাপোশ তৈয়ারি, খাতা ও বই বাঁধানো, আলপনা দেওয়া, বিদ্যালয় ও উৎসবস্থল সাজানো ইত্যাদি।

শিক্ষার জন্যই কাজ। যন্ত্রবৎ উৎপাদনের কাজ—যেমন, একটা ছাঁচে ফেলে মাটির মডেল তৈয়ারি করা—শিক্ষার উপযোগী নয়। তেমনই কেবলমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য কিছু করাও—যেমন, বিনা প্রয়োজনে কাগজের নকশা কাটা—শিক্ষার অনুপযোগী। যে কাজ একঘেয়ে নয়, যে কাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, যে কাজের ফলে একটি ব্যবহার-যোগ্য বস্তু তৈয়ারি হবে এবং যে কাজ ক'রে শিশু সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবে শিক্ষার পক্ষে সেই কাজই প্রশস্ত।

শিক্ষার জন্যে কাজ করতে গেলে যেমন-তেমন ক'রে যা খুশি করা চলবে না। যে কাজই করা হোক, কাজের উদ্দেশ্য স্থির ক'রে, উপযুক্ত পরিকল্পনা ক'রে তারপর কাজ করতে হবে, এবং কাজ হয়ে গেলে যে উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা বিচার ক'রে দেখবে। কাজের প্রতি পদেই হাত-পায়ের সঙ্গে মনকেও কাজে লাগাতে হবে। কি কাজ করা হ'ল সেটা বড় কথা নয়, শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে গেলে

কেমন ক'রে কাজ করা হ'ল সেইটাই আসল কথা। সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উৎপাদিত দ্রব্যটি যেমন উচচমানের হওয়া দরকার, তেমনি শিক্ষার দৃষ্টিতে কাজের পদ্ধতিও সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত হওয়া দরকার। কেন সেরকম ক'রে করা হ'ল সেটাও শিশুর বোঝা দরকার।

কাজের ভিতর দিয়ে শিশু জ্ঞান লাভ করবে এবং কর্মে দক্ষতা লাভ করবে, এইটুকুই যথেষ্ট নয়। কাজের ফলে তার মনোভাবের এবং অভ্যাসেরও পরিবর্তন হবে। কাজ করবার সময় এইদিকে দৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের লক্ষ্য সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজ। এই প্রকার সমাজ রচনায় বুদ্ধিপ্রযুক্ত শারীর শ্রমের কাজের গুরুত্ব খুব বেশি। শিশুদের মনে শারীরিক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগাতে হবে। তাদের সুশৃঙ্খল শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করতে হবে। প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ে মানসিক শ্রমের সঙ্গে শারীর শ্রমও করবে।

উৎপাদনশীল ও সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমে শিশুদের মনে যাতে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত ক'রে কাজ করতে দিতে হবে। এক-একজন এক-একটা কাজের ভার নেবে এবং সকলে মিলেমিশে পরস্পরের সহায়তায় সমগ্র কাজটি সম্পন্ন করবে। এইভাবে কাজ করাতে হ'লে কাজগুলিকে এক-একটা ইউনিটে ভাগ ক'রে তাকে একটা প্রকল্পের রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে। উৎপাদনাত্মক কর্মের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসম্পাদনের অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হবে।

পাঠক্রম যত ভাল ক'রেই রচনা করা হোক না কেন, যে নীতি অনুসারে পাঠক্রম রচিত হয়েছে সেই নীতিকে উপযুক্তভাবে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা যদি না করা হয়, তা হ'লে সে পাঠক্রম ব্যর্থই হবে।

এই পাঠক্রম অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করলে শিশুর দেহ-মন ও চরিত্রের সুষম এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে। উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হবে:—

(১) কাজের ফলে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি ও কর্মপটুতা সাধিত হবে।

(২) কাজের মধ্যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। কাজের উপকরণ, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাজের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও তার ব্যবহার সব কিছুর সম্বন্ধেই শিশু তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করবে।

(৩) কাজের ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে, সে কাজের পরিকল্পনা করতে, গুছিয়ে কাজ করতে ও কাজের ফল বিচার করতে শিক্ষালাভ করবে।

(৪) একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে কাজের প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার ফলে শিশু কার্য-সম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত করবে এবং বুঝবে পরিকল্পনাভিত্তিক কাজ বেশি ফলদায়ক হয়।

(৫) কাজ শিশুর আত্মপ্রকাশের সহায়ক হবে। কাজের ভিতর দিয়ে সে বিভিন্ন-ভাবে তার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলন করার সুযোগ পাবে।

(৬) কাজ করতে গিয়ে শিশু তার শক্তির পরিচয় পাবে এবং তার ফলে তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সে কাজকে ভয় করবে না।

(৭) কাজ করতে গিয়ে শিশু জানবে কোন কিছুই ফেলবার নয়। অপচয় না করার প্রতি উপযুক্ত মানসিকতা গ'ড়ে উঠবে।

(৮) কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে শিশু কাজকে সম্মান দিতে শিখবে। যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা অনুভব করবে ও তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখবে।

(৯) পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করতে করতে শিশু সহযোগিতার মর্ম বুঝতে পারবে এবং সকলের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কাজ করতে শিখবে।

(১০) সুন্দর ক'রে কাজ করতে গিয়ে শিশুর সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে।

(১১) একটা কাজের ভার নিয়ে সেটিকে সম্পন্ন করার চেষ্টা ক'রে শিশুর দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। প্রয়োজনমত নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে কাজ করবার মত নেতৃত্বশক্তিও লাভ করবে।

(১২) কাজের ভিতর দিয়ে শিশুর সৃজনীশক্তি বিকাশ লাভ করবে। সৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে সেই কাজের ফল ভোগ করতে শিক্ষা করবে।

(১) সৃজনাত্মক কাজ

শিশুকে তার আগ্রহ ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়াই সৃজনাত্মক কাজের লক্ষ্য। প্রাথমিক স্তরে শিশু স্বাধীনভাবে নিজের মনের আনন্দে যে কাজ করবে তাই তার কাছে সৃজনাত্মক কাজ। সে তার হাতের কাছে যেসব উপকরণ পাবে তা দিয়েই কাজ করবে। এবং তার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করবে। পাঠক্রমের "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক" কাজের মধ্য দিয়ে সঙ্গীত, নৃত্যকলা, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সাঙ্গীকৃত হ'তে পারে।

উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সপ্তাহে অন্তত একটা পিরিয়ড শিশুকে সৃজনাত্মক কাজের জন্য সুযোগ দিতে হবে।

নিম্নে সৃজনাত্মক কাজের কতকগুলি নমুনা দেওয়া হ'ল। বিদ্যালয়ের সুযোগসুবিধা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা হবে। প্রস্তাবিত সব কাজ করতে হবে এমন প্রয়োজন নেই।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী

(ক) **চিত্রাঙ্কন ঃ** বালির উপর কাঠি বা আঙুল দিয়ে ছবি আঁকা, মাটি ও মেঝের উপরে টুকরো ইট ও কাঠকয়লা দিয়ে এবং বোর্ডের উপর রঙীন খড়ি দিয়ে ছবি আঁকা। থেতো করা ডাল বা খেজুরের ডাঁটার তুলি দিয়ে দেশী রঙে কাগজের উপর ছবি আঁকা। কাগজের উপর কালি বা রঙের সাহায্যে ছাপা ছবি তৈরি করা। আলুর ছাপ দিয়ে ডিজাইন করা. ইচ্ছামত ক্রেয়ন বা মোটা তুলি দিয়ে ছবি আঁকা।

কোলাজের কাজ ঃ টুকরো ছবি এঁটে ছবি তৈরি করা।

(খ) **মাটির কাজ ঃ** বালি, কাঁকর বাদ দিয়ে মাটি ছানা ; মাটির পুতুল তৈরি করা, মাটির গুলি তৈরি ক'রে তাতে ছিদ্র ক'রে তা দিয়ে মালা তৈরি, মাটির ফল এবং বাসন তৈরি করা।

(গ) **কাগজের কাজ :** কাগজ ভাঁজ ক'রে থলি, টুপি, নৌকা প্রভৃতি তৈরি করা, রঙীন কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে শিকল, ফুল প্রভৃতি তৈরি করা, ঘুড়ি তৈরি করা।

(ঘ) **পাতার কাজ :** তাল, নারকেল ও খেজুর পাতার খেলনা (ঘুড়ি, টুপি, সাপ, তালপাতার সেপাই প্রভৃতি) তৈরি করা।

(ঙ) **খেলনা তৈরি :** মাটির—মাটি ও ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি। ফেলে-দেওয়া জিনিস থেকে নানা রকমের খেলনা তৈরি, দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি, বাড়ি, পিচবোর্ডের বাক্সের ঘরবাড়ি, সিগারেট ও দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে খেলনার আসবাবপত্র।

তৃতীয় শ্রেণী

(ক) **চিত্রাঙ্কন :** রঙ দিয়ে মোটা তুলির সাহায্যে কাগজের উপর নিজের ইচ্ছামত ছবি আঁকা ; রঙীন খড়ি, পেনসিল বা রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকা; ছাপাছবি তৈরি করা।

কোলাজের কাজ : টুকরো ছবি ও কাগজে এঁটে ছবি তৈরি করা ; এই শ্রেণীতে বড় আকারে লম্বালম্বি, আড়াআড়ি, চৌকো, বরফি ইত্যাদি আকারের কাগজের ছবি হবে।

(খ) **মাটির কাজ :** প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলবে ; মাটি কেটে নকশা করা, দোয়াত, ফুলদানি, থালাবাটি ইত্যাদি পরিচিত জিনিস তৈরি ক'রে রোদে শুকিয়ে নেওয়া, বিদ্যালয়ের মেঝে নিকানো।

(গ) **কাগজের কাজ :** খাম, রঙীন নিমন্ত্রণপত্র, বইয়ের মলাট, দিনপঞ্জী, উৎসব উপলক্ষে কাগজ কেটে বিভিন্ন প্রকার গৃহসজ্জা তৈরি।

(ঘ) **পাতার কাজ :** সহজ উপায়ে থলি, পাখা তৈরি।

(ঙ) **খেলনা তৈরি :** খেলনা, যেমন—নারকেল মালার বুড়োর মাথা, ছাইদানি তৈরি।

চতুর্থ শ্রেণী ও পঞ্চম শ্রেণী

(ক) **চিত্রাঙ্কন :** সরু তুলি ব্যবহার ; রঙের অপেক্ষাকৃত নিপুণতর ব্যবহার ; পঠিত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকার দিকে ঝোঁকের সৃষ্টি করা ; লম্বা কাগজে বৃন্দ বা মিলিত কাজ ; আপন ইচ্ছামত ছবি আঁকা চলতে থাকবে।

কোলাজের কাজ : টুকরো কাগজ বা কাপড় জুড়ে জুড়ে একাধিক ছবি তৈরি করা, একাধিক ছবি দিয়ে বড় ছবি তৈরি করা।

(খ) **মাটির কাজ :** মাটির মূর্তি তৈরি ও খোদাই কাজ (রিলিফ / নমুনা তোলা), মাটির পাত্র তৈরি করা, মাটির পাত্রে জল সহ্য করতে পারে এমন রঙ করা, মাটির জিনিস আগুনে পোড়ানোর কাজ শেখা, মাটির দেওয়াল / মেঝে নিকানো।

(গ) **কাগজের কাজ :** খাতা বাঁধা—স্মরণার্থ বিষয় লিখে রাখার জন্যে খাতা, বাজে কাজের জন্য নোটবই, ছবি ও সংবাদপত্রের খবরাদি সেঁটে রাখবার জন্য খাতা, আলগা জিনিস সেঁটে রাখবার জন্য অ্যালবাম তৈরি।

(ঘ) **নারকেল দড়ির কাজ :** পাপোশ তৈরি।

(ঙ) **পাতার কাজ :** অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর আসন, থলি ও পাখা ইত্যাদি তৈরি।

(চ) **খেলনা তৈরি** : ফেলে-দেওয়া জিনিসে খেলনা তৈরি, টিনের কৌটো, পাউডারের কৌটো, ব্যাটারির সাহায্যে পুতুল তৈরি। বইয়ের ছেঁড়া মলাটে, ছেঁড়া রঙীন ঘুড়ির কাগজে, লজেন্স, টফি বা সিগারেটের রাঙতা প্রভৃতি কেটে বসিয়ে নানা উপাদানের সাহায্যে পুতুলকে সাজানো।

চীনাবাদামের খোলার ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, আখরোটের বা বাদামের খোলা এবং আমড়ার আঁটি দিয়ে জন্তু-জানোয়ার তৈরি। ইনজেকশনের ছোট লিস্প দিয়ে ফেবিকলের (একরকম আঠা) সাহায্যে জোড়া দিয়ে বাড়ি তৈরি।

বিভিন্ন টিউবের ঢাকনা ও আমূল জাতীয় কৌটোর দুধের ছোট চামচ ফেবিকলের সাহায্যে জুড়ে মজার মানুষ ও মজার জীবজন্তু তৈরি।

ছেঁড়া টুকরো টুকরো কাগজ ছাঁচে ফেলে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে নানা আকারের জিনিস তৈরি; এই প্রক্রিয়ায় মুখোস তৈরি করা ও সেই মুখোশ দেশী রঙ দিয়ে প্রয়োজনমত রঙ করা।

পুরানো ছেঁড়া মোজার ভিতর ন্যাকড়া, তুলো বা কাঠের গুঁড়ো ভরে খেলনা তৈরি করা।

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সমুদিত নানাবিধ মডেল তৈরির কাজ এই দুই শ্রেণীতে করানো যেতে পারে।

(২) উৎপাদনাত্মক কাজ

সীমিত শক্তির কারণে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর পক্ষে বেশি কিছু উৎপাদনাত্মক কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এইখানেই সব রকম শিক্ষার শুরু। তাই পাঠক্রমের অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে সমাজে ব্যবহারযোগ্য উৎপাদনাত্মক দ্রব্য প্রস্তুতির শিক্ষাও আরম্ভ হওয়া উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উৎপাদনের উপর জোর দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর পরের শ্রেণী থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারযোগ্যতার উপর ক্রমশ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং তদনুযায়ী নিপুণতার বিকাশের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। একটি বিদ্যালয়ে সব রকম কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, একটি শিশুর পক্ষে সব রকম কাজ করাও সম্ভব নয়। একটি বিদ্যালয়ে কয়েক রকম কাজের ব্যবস্থা থাকবে। শিশু তার আগ্রহ, পরিবেশ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার মধ্যে যেকোন একটি বা একাধিক কাজ করবে। তা ছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও পাঁচ রকম ছোটখাট কাজ করবে।

বাগানের কাজ শিশুদের সকলের চেয়ে বেশি উপযোগী এবং যেখানে যতখানি সম্ভব এই কাজের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পল্লী অঞ্চলে মাটিতে ফুল ও তরকারি উৎপাদন করা এবং শহর অঞ্চলে টবে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে বাগান করতে হ'লে তার উপযুক্ত জায়গা চাই বেড়ার ও জলের ব্যবস্থা থাকা চাই এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

এখানে কয়েকটি কাজের নাম দেওয়া হ'ল—

(ক) বাগানের কাজ; (খ) সুতা কাটা, বয়ন ও বুনন; (গ) কাগজ, কার্ডবোর্ড; বই বাঁধা; (ঘ) বাঁশ ও কাঠের কাজ; (ঙ) কাগজ তৈরি; (চ) বয়নশিল্প; (ছ) পুষ্টি প্রকল্প; (জ) গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প।

(ক) বাগানের কাজ

(১) শিশুদের কাজ কেবলমাত্র বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তারা যাতে বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাজ বাড়িতেও করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা হবে। শিশুদের বাড়িতে এই কাজের জন্য বিদ্যালয় হ'তে ঋতু অনুযায়ী বীজ, চারা প্রভৃতি সরবরাহ করা যেতে পারে। শিক্ষকমহাশয়গণ অভিভাবকগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকালে এই কাজগুলি পরিদর্শন করবেন।

(২) সম্ভাব্য স্থলে বিদ্যালয়ে হাঁস, মুরগি, মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা করা হবে। (চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই কাজে অগ্রণী হবে।)

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) কোপানো বা চাষ দেওয়া জমির আগাছা বাছা ও জমির মাটি তৈরি করা।

(২) মরসুমী ফুল ও ফলের বীজ বোনা ও চারাগাছ লাগানো।

(৩) বীজ বোনা (শাকের বীজ, ঢেঁড়স, ভুট্টা প্রভৃতি)।

(৪) বীজ বোনার পর জমির যত্ন নেওয়া।

(৫) চারাগাছ লাগানো (বেগুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ, টম্যাটো)।

(৬) চারাগাছের যত্ন করা।

(৭) জল সেচন করা।

(৮) আগাছা পরিষ্কার করা।

(৯) পোকামাকড় বাছা ও নষ্ট করা।

(১০) যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

(১১) কম্পোস্ট সারের জন্য আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া ও সংযোগ করা।

তৃতীয় শ্রেণী

প্রথম দুই শ্রেণীর কাজ আরও বিস্তারিতভাবে করবে। যতদূর সম্ভব ফুল ও সবজির বাগানের মাটি শিশুরা উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেরাই প্রস্তুত করবে।

(১) সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করা।

(২) বীজের গুণাগুণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করা।

(৩) বীজ বপন ও অঙ্কুরিত করা; গাছের চারা পুনরায় রোপণ করা; অঙ্কুরোদ্গমের উপর বাতাস, আলো, জল, মাটি, বিভিন্ন সারের প্রভাব পরীক্ষা করা।

(৪) পরবর্তী সমস্ত প্রক্রিয়া—চারাগাছ সংরক্ষণ (আবহাওয়া, পোকামাকড় ও জীবজন্তু থেকে), আগাছা বাছাই, নিড়ানি দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা, গাছের অগ্রভাগ ছাঁটাই, জল সেচন, সবজি সংরক্ষণ।

(৫) পরবর্তী ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করা।

(৬) বীজ সংগ্রহ, বাছাই ও সংরক্ষণ।

(৭) মিশ্র সার প্রস্তুতকরণ।

চতুর্থ শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীর সকল কাজের পুনরাবৃত্তি ও নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে:—

(১) বিভিন্ন প্রকার মাটির প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানবে।

(২) বিভিন্ন প্রকার সার প্রস্তুত [গোবর সার, আবর্জনা সার, মিশ্র সার এবং জল-মিশ্রিত তরল সার (তরল সার বলতে খইল, গরু, মানুষের প্রস্রাব)] করার পদ্ধতি শিখবে।

(৩) বপন করবার পূর্বে বীজ প্রস্তুত করা।

(৪) জল সেচনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া।

(৫) বাগানের শাকসবজি সংগ্রহ করা এবং তার আয়ব্যয়ের সাধারণ হিসাব রাখা।

(৬) জমির উন্নতিসাধন করা (প্রধানত আবর্জনা সারের দ্বারা, যেখানে সম্ভব মিশ্র সারেরও ব্যবহারের দ্বারা)।

(৭) জমির সংস্কার সাধন।

(৮) কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ও তাদের যত্ন।

পঞ্চম শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত কাজ চলতে থাকবে।

(১) বিভিন্ন ফসলের উপযুক্ত স্থান ও মৃত্তিকা (স্পর্শ, বর্ণ, ওজন, আর্দ্রতা) নির্বাচন (দানা অনুসারে)।

(২) জলসেচের সুব্যবস্থা, বর্ষার জলের সদ্ব্যবহার করা।

(৩) একই জমিতে একসঙ্গে বিভিন্ন ফসলের চাষ (জমির উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত রাখার জন্য প্রতি বছর পরিবর্তিত শস্যের চাষ)।

(৪) বিভিন্ন প্রকার জৈব ও কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা, সার সংরক্ষণ, বিভিন্ন প্রকার সারের পরীক্ষা।

(৫) কলমের চারা তৈরি করা।

(৬) বিদ্যালয়ের কাজে প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয়। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয়।

(৭) কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(৮) কৃষি ভাণ্ডার পরিচালনা করা।

(৯) বাগানের দ্রব্যাদি দ্বারা ছেলে, মেয়েদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা।

(১০) স্থানীয় কৃষকদিগের খামার, পশুপালন ও চাষ, হাটবাজার ইত্যাদি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ।

এই শ্রেণীতে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আলোচনা করা যেতে পারে:—

(ক) চাষের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজ। যেমন—মৌমাছি পালন, হাঁসমুরগি পালন ইত্যাদি।

(খ) মানুষের জীবনে উদ্ভিদ জগতের দান।

(গ) উদ্ভিদ জগতের কয়েকটি বৈচিত্র্য—বিচিত্র ধরনের শিকড়, ডাল, পাতা ও ফুল।

(ঘ) উন্নত ধরনের চাষবাস।

(খ) সুতা কাটা ও বয়ন

প্রথম শ্রেণী

(১) কার্পাস তুলা পরিষ্কার করা ও ভাল ক'রে রাখা।

(২) কার্পাসের বীজ ছাড়ানো (হাতে অথবা লোহার শলা ও কাঠের পাটার সাহায্যে)।

(৩) সুতাকাটা (তকলীতে)।

(৪) সুতা পাকানো (দু'টি তকলীতে সুতা কেটে তৃতীয় তকলীতে পাকানো)।

(৫) লাটাইতে সুতা জড়ানো (দশ তারে পাটি ক'রে ১২০ তারে লাছি করা)।

দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) প্রথম শ্রেণীর কাজ আরও উত্তমরূপে অনুশীলন করা।

(২) ধোনা তুলা দিয়ে পাঁজ তৈরি করা (উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের ধোনা তুলা অথবা কেনা ধোনা তুলা)।

তৃতীয় শ্রেণী

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলতে থাকবে।

(২) শ্লেটের তাঁত বা কার্ডবোর্ডের তাঁতে বোনার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা।

(৩) দেশী পদ্ধতিতে সুতা রং করা (হীরেকস ও সোডা মিশিয়ে চাঁপা রং, গিরিমাটি দিয়ে গেরুয়া রং, গাছের পাতা দিয়ে রং করা)।

চতুর্থ শ্রেণী

(১) পূর্ব বৎসরের কাজগুলির পুনরনুশীলন।

(২) তুলা ধোনা।

(৩) হাত তাঁতে আসন বোনা (বয়ন)।

(৪) পাকানো সুতার মাফলার বোনা।

(৫) দেশী প্রথায় আরও বিভিন্ন রকমের রং করা।

পঞ্চম শ্রেণী

(১) চতুর্থ শ্রেণীর সব কাজ চলবে।

(২) অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীতে আসন ও বইরাখার থলের কাপড় বোনা। মনিপুরী তাঁতে বোনা।

(৩) দেশী প্রথায় আরও বিভিন্ন রকমের রং করা।

(গ) কাগজ তৈয়ারি

উদ্দেশ্য

(১) সভ্যতার অগ্রগতির মস্ত বড় উপাদান কাগজের কিভাবে উদ্ভব হ'ল তার সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমিকা জ্ঞাত করা।

(২) কাগজ তৈয়ারির প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি জানা।

(৩) কাগজ তৈয়ারির প্রক্রিয়াগুলি হাতেকলমে জেনে নেওয়া।

(৪) উপাদানের তন্তু প্রসারণ প্রসঙ্গে সুতা ও কাগজের প্রস্তুত প্রণালীর পার্থক্য বুঝে নেওয়া।

(৫) চুন, সোডা, ব্লিচিং পাউডার, ফটকিরি ইত্যাদি রাসায়নিক বস্তুগুলির সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় লাভ।

(৬) কাগজ তৈরি প্রসঙ্গে বস্তুর সছিদ্রতা (Porosity), দ্রবণ, ভাসমান বস্তুর বৈশিষ্ট্য, আর্দ্রতা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিষয়ে প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন।

লক্ষ্য : (ক) সাধারণ উপাদান—ছেঁড়া কাগজ, ন্যাকড়া এবং প্রধানত খড় থেকে কাগজ তৈরি করা।

(খ) অনুশীলনের দ্বারা ছেঁকে তোলার (Lifting) কাজ আয়ত্ত করা।

(গ) লেখা যায় ও রং তুলিতে আঁকা যায় এমন মানের কাগজ তৈরি করা।

(ঘ) স্কুলের কাজে ব্যবহারযোগ্য কিছু কাগজ তৈরি করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী

খড়, কাগজ, ইত্যাদি উপাদান বাছাই করা ও ধোওয়া; উঁচু ক্লাসে তৈরি করা কাগজ পালিশ করা (তৈরি কাগজ ঘুড়ি, প্যাড, চোষ কাগজ হিসাবে ব্যবহার করা, শুকানো কাগজ তুলে সাজিয়ে রাখা)।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী

মণ্ড থেঁতো করা (Beating)—মুগুর, হামান-দিস্তা, নোড়া দিয়ে পিটিয়ে বা পায়ে মাড়িয়ে থেঁতো করা। মন্থন-করা মণ্ড জলে ধোওয়া, অ্যারারুট-ময়দার লেই বা শিরিষ জলে মাড় দেওয়া (Sizing), কাগজ শুকানো, বাছাই ও হিসাব ক'রে তুলে রাখা।

চতুর্থ শ্রেণীর কাজ : পালিশ করা, কাগজের ধার কাটা, হিসাব ক'রে তুলে রাখা। তৈরি কাগজে খাম ও প্যাড তৈরি করা।

পঞ্চম শ্রেণী

(১) খড়ের টুকরো, কাগজ বা ন্যাকড়ার ওজন করা।

(২) ওজনের ১৫%—২০% ভাগ কস্টিক সোডা বা ২০%—৩০% ভাগ চুন সোডা মিশ্রণ (সোডা ৪, চুন ৩ অনুপাতে) হিসাব করা।

(৩) লোহার কড়াইতে কাঁচামাল ঠিক ডোবে এমন জল দেওয়া ও তাপ দেওয়া অথবা বিনা তাপে ৭-৮ দিন রোদে ফেলে জীর্ণ করা।

(৪) জীর্ণ মথিত, ধৌত মণ্ড ৩০%—৩৫% ব্লিচিং গুঁড়ো দিয়ে (প্রায়ই কেনা মালে শক্তি কম থাকে তাই পরিমাণ বেশি লাগে) ধবল করা, নীল ও রং মিশ্রণ।

(৫) প্রস্তুত মণ্ড বড় পাত্রে [Lifting Vat—মাটির জারপাত্র (নাদা) হ'লেই চলে] ২% ঘন মিশ্রণ (বা ১০০ গ্রাম মণ্ড ৫ লিটার জলে) তৈরি ক'রে ছাঁকনিতে ছেঁকে তুলবে ও কাপড়ে স্থানান্তরিত করবে।

(৬) শুকনো সচ্ছিদ্র কাগজে মাড় দেওয়া (sizing), ময়দা বা অ্যারারুটের লেই বা শিরিষ আঠা জলের মাড় দেওয়া।

ছাঁকনি—$\frac{1}{4}$ ও $\frac{1}{2}$ foolscap size ছাঁকনি করবে।

(গ) কাগজ, কার্ডবোর্ড, বই বাঁধাই এবং বাঁশ ও কাঠের কাজ

প্রথম শ্রেণী

(১) কাগজ ভাঁজ করা, ছেঁড়া, কাটা ও কার্ডের উপরে আঠা দিয়ে আঁটা।

(২) শ্রেণীতে ব্যবহারের জন্য শ্রেণীর সময়পঞ্জী, অক্ষর ও সংখ্যার জন্য কার্ড তৈরি।

(৩) বইয়ের মলাট দেওয়া, ঘুড়ি ও টুপি ইত্যাদি তৈরি।

(৪) লেখা লেবেল বইয়ের মলাটে এবং খাতায় আঁটা।

(৫) কাজের যন্ত্রপাতি চেনা ও তার ব্যবহার শেখা।

(৬) সহজ প্রণালীতে মাপতে শেখা।

দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) প্রথম শ্রেণীর কাজ চলবে।

(২) ফোঁড় সেলাই দিয়ে খাতা বাঁধা, বুক মার্ক, খাতার মলাট ও পয়সা রাখার থলি তৈরি।

(৩) ছবি রাখার এবং ফুল ও পাতা সংরক্ষণ করার জন্য অ্যালবাম।

(৪) কাগজ, ছবি ইত্যাদি রাখার জন্য বোর্ড ফাইল।

(৫) ব্লটিং, প্যাড (ফুল ও পাতা রাখার জন্য)।

(৬) বাঁশের রুলার।

তৃতীয় শ্রেণী

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলবে।

(২) জুস সেলাই দিয়ে খাতা বাঁধা।

(৩) ঠোঙা তৈরি।

(৪) খাম তৈরি।

(৫) পেনসিল, তুলি, কলম ইত্যাদি রাখবার বাক্স তৈরি।

(৬) ঢাকনা জোড়া চতুষ্কোণ বাক্স তৈরি।

(৭) নিব, কলম, পেনসিল ইত্যাদির জন্য চতুষ্কোণ ট্রে।

(৮) বিভিন্ন আকারের বাক্স।

(৯) বাঁশের ফুলদানি।

চতুর্থ শ্রেণী

(১) প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ প্রয়োজনমত চলবে।

(২) উন্নততর প্রণালীতে বই বাঁধাই ; বইয়ের আলগা মলাট, আলগা পাতার খাতা ; ফিতা বাঁধা অ্যালবাম, সহজ পোর্টফোলিও তৈরি। উপযুক্ত রঙ ও কারুকার্য।

(৩) ফ্ল্যাট ফাইল ও কভার ফাইল তৈরি।

(৪) বিদ্যালয়ের বই বাঁধানো।

(৫) প্লাইউডের বাক্স ; ট্রে।

(৬) বাঁশের কাজ—কাগজ কাটার ছুরি ; বুক মার্ক ; পেনসিল, কলম ও তুলি রাখার বাক্স, ট্রে।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার—কাঁটা, পেরেক, করাত, ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার, স্কেট।

পঞ্চম শ্রেণী

(১) প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কাজ।

(২) সাধারণ কাঠের কাজ—কাটারি, ছুরি, খুরপি, কোদালের বাঁট তৈরি করা।

(৩) বিদ্যালয়ের জানালা, দরজা এবং আসবাবপত্রের ছোটখাট মেরামত।

(৪) পিঁড়ি তৈরি করা।

(৫) বই রাখার শেল্‌ফ তৈরি।

(ঘ) পুষ্টি প্রকল্প

সহজসাধ্য উপায়ে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত ও তার সংরক্ষণ করতে শিখবে। সম্ভবত ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে টিফিনে এই খাদ্য গ্রহণ করবে এবং এইরূপ খাদ্য নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস গঠন করবে।

প্রথম শ্রেণী

(১) ছোলা ও মুগ কলাই অঙ্কুরিত করা ও টিফিন খাওয়া।

(২) কুল, আম, তেঁতুল, কড়াইশুঁটি কেবল রোদে শুকিয়ে শিশি ও প্যাকেটে সংরক্ষণ।

দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) প্রথম শ্রেণীর কাজ চলবে।

(২) লেবুর রস এবং লবণ মিশিয়ে রোদে দিয়ে স্কোয়াস জাতীয় জিনিস তৈরি করা ; সেই স্কোয়াস উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা এবং শরবতরূপে ব্যবহার করা।

(৩) কুচিয়ে কাটা বাঁধাকপি, ফুলকপি ও শাক রোদে শুকিয়ে অসময়ে রন্ধনের জন্য টিন বা প্যাকেটে সংরক্ষণ।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজে সাহায্য করা।

(২) বাঁধাকপি, ফুলকপি ও শাক কুচিয়ে কাটা।

(৩) টম্যাটো-রসে পরিমাণমত লবণ, চিনি ও আস্ত রসুন রোদে দিয়ে ঘন ক'রে অল্পকাল সংরক্ষণ এবং শরবত ও পাতে খাবার (sauce) রূপে ব্যবহার করা।

(৪) গোল আলু, মিষ্টি আলু, মান ও মুখী কচু পাতলা ফালি ক'রে কেটে রোদে শুকিয়ে কাঁচের বাসনে বা প্যাকেটে অসময়ে রন্ধনের জন্য সংরক্ষণ।

(৫) কাঁচা চীনাবাদাম ভিজিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করা, চূর্ণ সয়াবিনের দুধ, দই তৈরি ক'রে খাওয়ার অভ্যাস করা।

(৬) সুজি, ভাজা বাদাম ও গমভাঙ্গা (ডালিয়া) দিয়ে শুকনো খাবার, উকসা তৈরি ক'রে টিফিন খাওয়া।

(৭) বীট, গাজর, টম্যাটো, শশা, পিঁয়াজ প্রভৃতি কাঁচা ফল ও সবজি দ্বারা স্যালাড তৈরি করা এবং সিদ্ধ আলুর সঙ্গে টিফিন খাওয়া।

(৮) সময় ও স্থান বিশেষে প্রাপ্ত স্থানীয় ফলের যেমন—পেয়ারা, আম, আনারস, আমলকী দ্বারা জ্যাম, জেলী তৈরি করা এবং উপযুক্তরূপে সংরক্ষণ করতে শেখা।

(৯) গম, যব, ভুট্টা, ছোলাভাজা, বাদাম ও ছাতু, গুড়ের নাড়ু ও চাকতি তৈরি ক'রে টিফিন খাওয়া।

উল্লিখিত জিনিসগুলির কিছু ফল যেমন—কুল, আম ইত্যাদি শিশুরা সংগ্রহ ক'রে আনবে; যেখানে সম্ভব হবে সবজি যেমন—বীট, গাজর, শশা, টম্যাটো ইত্যাদি বিদ্যালয়ে চাষ করবে; অধিকাংশ জিনিসই বাজার থেকে সস্তায় কিনবে। ছাত্রছাত্রীরাই খাবে এ বিষয়ে বোঝাতে পারলে কিনবার অর্থ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হবে। জিনিস তৈরি ক'রে বাড়িতে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকলে অভিভাবকরা এই শিক্ষার জন্য অর্থ খরচ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

(ঙ) বয়নশিল্প

ঘাস, বাঁশ, বেত, তালপাতা, ফিতা, দড়ি, প্লাস্টিক ও সুতা—এর দ্বারা বয়নের কাজ করা যেতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) তালপাতার আসন ও পাখা বোনা।

(২) $১\frac{১}{২} \times ১\frac{১}{২}$ পিচবোর্ডের চারধারে খাঁজ কেটে পাড়ের সুতা বা পাটের সুতলির সাহায্যে আসন বোনা।

তৃতীয় শ্রেণী

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলবে, আকার বাড়বে।

(২) ৩' × ৩' মাপের বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমে ফিতে বা প্লাস্টিকের আসন বানা।

(৩) বাঁশের কাঠি ক'রে মাছ ধরার পলুই বোনা, চিক বোনা, ঝুড়ি বোনা।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী

(১) তৃতীয় শ্রেণীর কাজ চলবে।

(২) তালপাতার ও প্লাস্টিকের ব্যাগ বোনা।

(৩) বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি বোনা।

(৪) সুতা ডবল ক'রে হাত তাঁতে কাপড় বোনা।

(৫) ছেঁড়া কাপড় ও সুতার সাহায্যে খেস বোনা।

(৬) দেশীয় রঙে দেশী প্রথায় তালপাতা ও সুতা রঙ করা।

(৭) ৬' × ৬' সুতলি বা সুতায় খণ্ড বোনা (খণ্ড জুড়ে জুড়ে বসবার গালিচা তৈরি করার জন্য)।

(চ) মৃৎশিল্প

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) ইচ্ছামত কাদা মাখা, ঠাসা ও প্রস্তুত করা।

(২) ইচ্ছামত খেলনা বা জিনিস তৈরি ও রঙ করা।

(৩) সমান আয়তন ও বিভিন্ন আয়তনের গোলক। পুতি ও বোতাম তৈরি ও তার দ্বারা নকশা করা।

(৪) শুকনা, ভিজা ও পোড়ানো মাটির রঙের তফাত।

(৫) হাঁড়িকুঁড়ি তৈরি করা।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী

(১) পুর্বের ন্যায় ইচ্ছামত জিনিস গড়া।

(২) মৃৎশিল্পের উপযুক্ত মাটি তৈরি করা।

(৩) পেয়ালা, পিরিচ, ফুলদানি ইত্যাদি বানানো, রঙ দেওয়া।

(৪) হাতের আঁকা সহজ নকশা। সহজ আকারের সরা, খুরি, ইত্যাদি।

(৫) নকশা খোদাই করা।

(৬) কুণ্ডলিত মাটির বাসন। বিচি, ঝিনুক, পেরেক ইত্যাদির সাহায্যে নকশা কাটা, আগাগোড়া নকশা কাটা ও নকশার পাড় দেওয়া। মৃৎপাত্রে রঙ দেওয়া। মৃৎপাত্র পোড়ানো।

পঞ্চম শ্রেণী

(১) কুণ্ডলিত ও অন্যান্য পদ্ধতিতে মাটির জিনিস তৈয়ারি।

(২) ছাদ দিয়ে ও খোদাই ক'রে নকশা, রঙ দেওয়া।

(৩) বিভিন্ন ধরনের নকশা ও আকারের পর্যালোচনা।

(৪) সুন্দর আকার ও সুসমঞ্জস আয়তন।

(৫) মৃৎপাত্র গড়া, ছাঁচে ঢালা ও আগুনে পোড়ানো।

(ছ) গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প

তৃতীয় শ্রেণী

(১) মোটা সূচ ও সুতা (রঙীন বা সাদা) দিয়ে চটের উপর ডিজাইন করা।

(২) রুমাল সেলাই।

(৩) সহজ মেরামতের কাজ।

(৪) আসন তৈরি।

(৫) কাপড় বা উলের পুতুল তৈরি।

(৬) বাসন পরিষ্কার করা।

(৭) ঘরের আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা।

(৮) সুতীর পোশাক ধোওয়া।

(৯) ঋতু অনুযায়ী ছবির সংগ্রাহিকা তৈরি।

চতুর্থ শ্রেণী

(১) পূর্ব শ্রেণীর কাজের অনুশীলন হবে।

(২) সাদাসিধা ফ্রক, ব্যাগ, বালিশের ওয়াড়, গদির ঢাকনা, আসন ইত্যাদি তৈরি।

(৩) বোতামের ঘর করা।

(৪) সুতা দিয়া নকশা করা।

(৫) সহজ বুনাই-এর কাজ।

(৬) পরিধেয় সামগ্রী মেরামত।

(৭) কাঁথা সেলাই।

(৮) হাত তাঁতে বোনাই।

(৯) সাবান-সোডা দিয়ে কাপড় ধোওয়া ও নীলের ব্যবহার।

(১০) পরিচ্ছন্ন কাপড়-জামা ভাঁজ করা, রিপু করা।

(১১) রোগীর কাপড়চোপড় জীবাণুমুক্ত করা।

(১২) ফুল, লতাপাতা ও আলপনা দিয়ে ঘর সাজানো।

(১৩) বাসগৃহ ও আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

পঞ্চম শ্রেণী

(১) চতুর্থ শ্রেণীর কাজ চলবে।

(২) সহজ নকশা, নকশার অংশ যোজনা, চেন তোলার কাজ, কচি আঁটা, ঝালর বসানো।

(৩) জীর্ণ বস্ত্রের মেরামতি—মানানসই তালি বসানো।

(৪) ফুলতোলা রুমাল সেলাই।

(৫) কাঁথা সেলাই—ডিজাইন সহ।

(৬) বাড়ির ও বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র বার্নিশ করা।

(৭) দেওয়াল চুনকাম করা।

(৮) কাপড় রঙ করা ও ছাপানোর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন।

(৯) গৃহের সহজ হিসাবপত্র রাখা।

(১০) কাপড়ের দাগ তোলা।

(১১) সোয়েটার বুনাই।

(১২) তাঁতে হাত ব্যাগ বানানো।

(১৩) বাটিকের কাজের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা।

(১৪) মাপ নিয়ে সহজ পোশাক বানানো, সেলাই-এর কল ব্যবহার না ক'রে।

(১৫) বস্ত্র ধৌতকরণ।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

পাঠক্রমে "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক" কাজের স্থান

শিশুর শিক্ষা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টি। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও প্রাকৃতিক জীবন থেকে শিশু বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা আহরণ করে। এই অভিজ্ঞতা সে অন্যদের সঙ্গে আদান-প্রদান করে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই জীবনযাপনের উপাদানসমূহের ভাণ্ডার গ'ড়ে ওঠে।

শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের সার্থকতার জন্য বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ বহুবিধ অভিজ্ঞতাসমূহকে সুসংবদ্ধ, সাঙ্গীকৃত, মার্জিত ও পরিচালিত করার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের সামূহিক জীবনে এমন একটি কাজের ও অভিজ্ঞতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, যেখানে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথকভাবে পাওয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সমূহ বাস্তব পরিবেশে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে শিশুর কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। পাঠক্রমের সাঙ্গীকরণের এই প্রচেষ্টা যতই সার্থক হবে ততই পাঠ-ক্রম জীবনকেন্দ্রিক হয়ে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে পাঠক্রমে "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক" কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যেসকল অভিজ্ঞতার সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে, যেগুলি শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক এবং নৈতিক বিকাশে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের সহায়ক এবং যে অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষকের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব কেবলমাত্র সেগুলিই পাঠক্রমের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠক্রমের এই অংশ প্রবর্তনের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন নেই। মূলত নিকটের পরিবেশকে অবলম্বন ক'রে প্রয়োজনভিত্তিক কতকগুলি কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনাকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করবার জন্য শিক্ষক চেষ্টা করবেন এবং কোন কোন ঘটনা বা উপলক্ষকে অবলম্বন ক'রে প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ বা সাঙ্গীকৃত পাঠের ব্যবস্থা ক'রে পাঠক্রমের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তাকে জীবনমুখী করবেন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কার্যসূচীর উদ্দেশ্যসমূহ

(১) উন্নততর জীবনযাপনের উপযুক্ত শিক্ষা এবং পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা থেকে যায় তা দূরীকরণ করা।

(২) বিদ্যালয়-জীবন আনন্দময় ও অর্থবহ ক'রে তোলা।

(৩) সর্বপ্রকার কাজের প্রতি আগ্রহ, শ্রদ্ধাবোধ এবং কাজের প্রাথমিক দক্ষতা সৃষ্টি করা।

(৪) পরস্পর সহযোগিতামূলক সমাজ-জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক ও অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা।

(৫) সমাজের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপযোগী মনোভাব এবং সুনাগরিকসুলভ অভ্যাস গঠন করা।

(৬) জীবনযাপন আরও উন্নত করবার জন্য আগ্রহ জন্মানো এবং সেই উদ্দেশ্যে লব্ধ শিক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগ করার কাজে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় নূতন তথ্য সংগ্রহ ও নূতন বিষয় শেখার কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

(৭) সমাজ-জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দলগত আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিখনমূলক কাজে অভ্যাস গঠন।

(৮) বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণ।

কার্যসূচী ও সময় বণ্টনের নমুনা

প্রত্যেক বিদ্যালয় স্থানীয় অবস্থা ও বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যসূচী ও সময় বণ্টন স্থির ক'রে নেবে। বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) শিশুর পারিবারিক ও সমাজ-জীবনভিত্তিক কাজ।

(খ) বিদ্যালয়-জীবনের প্রাত্যহিক ও নৈমিত্তিক কাজ এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের কাজ।

নিম্নে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের সূচী ও সময় বণ্টনের নমুনা দেওয়া হ'ল:—

(১) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের পারিপাট্য বিধান এবং শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃজনমূলক কাজ। শিশুরা নিম্নের কাজগুলি বিভিন্ন দলে পালাক্রমে করবে। সময়—প্রতিদিন ১০ মিনিট, অতএব সপ্তাহে ৬০ মিনিট:

(ক) সামুদায়িক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ।

(খ) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানীয় জল সংরক্ষণের কাজ।

(গ) খবর লেখার কাজ।

(ঘ) শ্রেণীসজ্জার কাজ।

(ঙ) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার কাজ।

(চ) ইহা ভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে অন্য কোন কাজ।

(২) প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শুরুতে সকল শ্রেণীর শিশুরা প্রার্থনা সভা ও সম্মিলনীতে সমবেত হবে। সময়—প্রত্যহ ১০ মিনিট, অর্থাৎ সপ্তাহে ৬০ মিনিট। এই সময়ে সমবেত সঙ্গীত ও প্রেরণামূলক পাঠ হ'তে পারে। সমবেত সঙ্গীত করবে।

(৩) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিজস্ব পরিবেশকে জানার জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা পূরণ করার এবং অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করার জন্যে নানাবিধ সহায়ক খেলা ও কাজ যথা—সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনা যেমন ডাকঘর, রথের মেলা, হাট ইত্যাদি এবং বিভিন্ন চরিত্রাভিনয় যথা—ডাক্তার-রোগী, রোগী-নার্স-ডাক্তার, বাস বা ট্রাম কন্ডাক্টর, বিভিন্ন জীবজন্তু, ফেরিওয়ালা, চাষী ইত্যাদি।

(৪) তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুরা উপরের ৩নং-এ উল্লিখিত কাজ সপ্তাহে একদিন করবে এবং তাদের কাজ আরও উন্নত ধরনের হবে। যথা—"দুর্ঘটনা ও সেবা", "গ্রাম উন্নয়ন সভা", "হাসপাতাল", "থানা", "চাষী পরিবার" ইত্যাদি। মোট ৩৫ মিনিট।

(৫) তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিদ্যার্থীর আসর সপ্তাহে দুই দিন ৩৫ মিনিট ক'রে মোট ৭০ মিনিট।

(ক) বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী অনুসন্ধানমূলক পর্যবেক্ষণ, বস্তু সংগ্রহ ও তাহার শ্রেণী বিভাজন, তথ্য সংগ্রহ ও দলগত আলোচনা।

(খ) পাঠচক্র এবং সাহিত্যসভা।

(গ) নূতন তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞান আহরণের ভিত্তিতে রেকর্ড রাখা, বিবরণী লেখা।

(ঘ) "ক'রে দেখ", "ক'রে শেখ" ইত্যাদি পরীক্ষামূলক কাজ।

(ঙ) বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে (যেমন স্থানীয় গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, গ্রন্থাগার, পত্রিকা, রেডিও ইত্যাদি থেকে) তথ্য সংগ্রহ, রচনা লেখা ও পাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা করা ইত্যাদি কাজ এই সাহিত্যসভায় পঠিত হ'তে পারে।

(চ) যেসব প্রাণী থেকে আমরা খাদ্য পাই, যেসব উদ্ভিদ থেকে খাদ্য পাই, ইত্যাদি ধরনের শিখনের একক কেন্দ্রিক শিখনমূলক কাজ।

(ছ) স্থানীয় গায়ক, কৃষক, স্বাস্থ্য কর্মচারী, শ্রমিক ও অন্যান্য সমাজসেবীদের বিদ্যালয়ে আহ্বান ক'রে তাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিখনমূলক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জনের কাজ।

(জ) পল্লী বা শহর উন্নয়নমূলক আলোচনা সভা। উন্নয়নের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে পর্যবেক্ষণভিত্তিক আলোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শোনা।

(৬) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের প্রকল্প অনুসারে করবার মত কাজ। যথাঃ

(ক) জাতীয় উৎসবাদি পালন।

(খ) কৃতী ব্যক্তিদের জন্মদিবস পালন।

(গ) স্বাস্থ্য দিবস, স্থানীয় উন্নয়ন দিবস, বৃক্ষ রোপণ দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, অভিভাবক দিবস ইত্যাদি বিশেষ দিবস পালন।

(ঘ) বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান, যথা ক্রীড়ানুষ্ঠান, নাটক, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান।

(ঙ) বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনমূলক কাজ।

(চ) সমাজসেবামূলক কাজ—প্রধানত চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য।

(ছ) পর্যবেক্ষণমূলক কাজ: স্থানীয় ইতিহাস, স্থানীয় ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, স্থানীয় শিল্প, স্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ, সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্ষেতখামার, বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের কাজ ইত্যাদি।

বিশেষ মন্তব্য : (১) এই কার্যসূচীর জন্য কোনও বইয়ের প্রয়োজন নেই। শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা পুস্তক থাকা প্রয়োজন। সেই পুস্তকে শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে।

(২) শিশুদের মনে দলগত ও সমবায়িক কাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাগানোর উপর জোর দিতে হবে।

(৩) কার্যসম্পাদনে সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক প্রণালী অনুসৃত হবে। এইজন্য প্রতি মাসে একদিন এক ঘণ্টার জন্য সাধারণ ছাত্রসভার ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্ররা সভা পরিচালনা করবে। নিজেদের সামুদয়িক কাজের মূল্যায়ন করবে, শিক্ষকগণ সহায়তা করবেন।

(৪) বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে ছাত্ররা যে কাজ করবে তাকে অবলম্বন ক'রে প্রত্যেকে "আমার বই" তৈরি করবে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর "আমার বই" এই মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করবেন।

মাতৃভাষা ঃ বাংলা

জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জনের জন্য পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য এবং লিখিত বক্তব্যই এর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ব'লে সর্বজনস্বীকৃত। এ ছাড়াও ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ও চিন্তনের মাধ্যম হিসেবে ভাষার স্থান অদ্বিতীয়। সহজ সরল উপায়ে মাতৃভাষার অনুশীলন প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণভাবে ভাষাশিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হবে ত্রিবিধ : (ক) মাতৃভাষার শব্দসম্ভার বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবগ্রহ ও ভাবপ্রকাশের উন্নতিসাধন; (খ) মাতৃভাষায় মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত বক্তব্য প'ড়ে ও অন্যের বক্তব্য শুনে বোঝার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন; এবং (গ) রুচিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন।

প্রথম শ্রেণী (বয়স ৬+)

এই বয়সে ভাষাশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশু যাতে—

(ক) অপরের কথা শুনে মোটামুটি বুঝতে শেখে;

(খ) সহজভাবে কথা বলতে পারে;

(গ) সহজভাবে মনের কথা প্রকাশ করতে পারে;

(ঘ) জাতীয় গাথা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে ও গল্প বলতে পারে;

(ঙ) সহজ শব্দ ও বাক্য প'ড়ে বুঝতে ও লিখতে পারে।

মৌখিক—শোনা ও বলা ঃ (১) শিশুর গ্রাম অথবা শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের কথা সরল ও পরিষ্কাররূপে নিজের ভাষায় বলা। উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে।

(২) গৃহ, বিদ্যালয় ও প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি।

(৩) (ক) শিক্ষক ও শিশু উভয়ের মধ্যে কথোপকথন।

(খ) নানা ধরনের গল্প শোনা—যেমন, পৌরাণিক গল্প (সেইসব কাহিনী যা শিশুর স্বভাবে বাস্তবতাবোধ, সদাচারবোধ, সাহস, ভয়শূন্যতা ইত্যাদি জাগাতে সহায়তা করবে), রূপকথা, প্রকৃতিবিষয়ক গল্প, মজার গল্প। গল্পগুলি সবই ছোটখাট হবে।

(গ) শিশুদের গল্প বলতে পারা। সহজ ও ছোট ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করতে পারা।

পঠন ও লিখন ঃ (১) শুধু হাতে আঁকা, দাগ কাটা, রেখা, বৃত্ত প্রভৃতি আঁকা এবং তার মাধ্যমে অক্ষর-পরিচয়।

(২) শিশুর দৈনন্দিন কাজ—পরিচিত ছবি ও বস্তুর সঙ্গে শব্দ ও বাক্য মেলানো।

(৩) পরিচিত শব্দ ও সহজ বাক্য লেখা—যেমন, বাবা, কাকা, দাদা, বই পড়, ছবি আঁক, গান গাও, ডেকে আন ইত্যাদি।

(৪) লিখে ও প'ড়ে বর্ণমালা এবং বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে পরিচয়সাধন।

(৫) এই শ্রেণীবর্ষে জীবনী, প্রকৃতি, সহজ গল্প ও সামাজিক কাজকর্ম-বিষয়ক রচনা, ছড়া, সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান ও ঘটমান বর্তমান এবং সাধারণ, অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যৎ কালসূচক সরল বাক্য লিখতে পারা। পড়া ও লেখা একসঙ্গে পাশাপাশি চলবে। যথাসম্ভব বাক্যক্রমিক, ও শব্দ বা পদক্রমিক পদ্ধতিতে পড়তে শিখবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই শ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যপুস্তকটি থাকবে তা সহজ ও সচিত্র হবে। সাধারণত যুক্তাক্ষর থাকবে না। গল্প অংশ বেশি থাকবে। ডবল ক্রাউন কাগজে ৩০ পৃষ্ঠা গ্রেট পাইকা টাইপে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের একের পাঁচ অংশ ছবিসম্বলিত হবে। বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪)।

দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়স ৭+)

মৌখিক—শোনা ও বলা ঃ মনের ভাব মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতার অধিকতর বৃদ্ধি-সাধন। প্রথম শ্রেণী থেকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে গ্রাম বা শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনাগুলো বিবৃত করানো। কবিতা, গল্প, অভিনয় ও আবৃত্তিকে প্রাধান্যদান।

পঠন ও শ্রবণ ঃ ছোট গল্প, মানুষ ও তার জীবিকার কাহিনী, জন্তুর গল্প, কৌতুককর ঘটনা, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ ঘটনা প্রভৃতি পাঠ এবং পাঠের পর মুখে মুখে বলা। প্রচলিত ও আধুনিক ছড়া পাঠ। কল্পনা-বিকাশের সহায়ক, প্রসিদ্ধ লেখকদের সহজ কবিতা ও গল্প পাঠ। এই শ্রেণীর উপযোগী সহজ গল্প-কাহিনী, পুস্তক ও কবিতা ও ছড়ার বই পড়তে শেখা।

লিখন ঃ গৃহে, বিদ্যালয়ে ও পরিবেশে অনুষ্ঠিত কার্য বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, সাধারণ ভবিষ্যৎ ও অতীত কালসূচক অধিকতর শব্দসহযোগে সরল বাক্য লিখতে শেখা। বিভিন্ন কালের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বিবৃত করতে শিশু শিখবে। ব্যাকরণের নিয়মাবলী শেখানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর-ভাবে লিখিত অক্ষর ও শব্দগুলোর সমতা ও শৃঙ্খলার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রে বর্ণে আসা, বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বর্ণ বিভাজন—এই পদ্ধতি অনুসৃত হবে। শব্দ সহযোগে ছোট ছোট বাক্য রচনা, শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ-ভাবে যে যুক্তাক্ষর এসে যাবে তাও শিখবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই শ্রেণীর সচিত্র পাঠ্যপুস্তকটির পাঠ্যাংশের পৃষ্ঠা ৩২ (আকার ডবল ক্রাউন, টাইপ গ্রেট পাইকা)। বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২+৮+৪)। একের পাঁচ অংশ ছবি। ৩২ বিষয়+৮ চিত্র+৪ শিরোনাম (৪০+৪) =৪৪। অর্থাৎ মোট পৃষ্ঠা ৪৪।

তৃতীয় শ্রেণী (বয়স ৮+)

মৌখিক—শোনা ও বলা ঃ মুখে মুখে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, গল্প বলা, দেশপ্রেম ও অন্যান্য ভাব-উদ্দীপক কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর বলবার আগ্রহ ও ক্ষমতা বাড়ানো, কর্মসম্পাদনায় বিদ্যালয়ের নানা পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদনে, দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণে দক্ষতা অর্জন।

পঠন ও শ্রবণ ঃ (১) স্পষ্ট উচ্চারণ ও চিহ্ন অনুযায়ী বিরতি সহকারে পঠন ও শ্রবণ।

(২) গ্রাম, শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের জীবন, গল্প, বিভিন্ন মানুষের সামাজিক জীবন এবং জীবিকা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনার সাহায্যে আরও নতুন শব্দ ও বাক্যবিন্যাস প্রণালী শিক্ষা।

(৩) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের সঙ্গে সৌহার্দ্য অনুভবের সহায়ক কাহিনী পাঠ।

(৪) ভাব ও কল্পনা উদ্দীপক শ্রেণী-উপযোগী বিভিন্ন কবিতা পাঠ ও শ্রবণ।

(৫) গল্প ও কাহিনী পাঠ এবং অন্য শিশুর বা শিক্ষকের বলা গল্প শুনে নিজে বলা।

লিখন ঃ (১) দৈনন্দিন কাজের দিনলিপি রাখা (হস্তাক্ষর স্পষ্ট, সুন্দর ও একই ছাঁদের হওয়া চাই)।

(২) নিজের দেখা ও শোনা ঘটনা অথবা দৃশ্যের বর্ণনা।

দ্রষ্টব্য ঃ এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের উপযোগী কবিতা, মনীষীদের জীবনী, এ-দেশের নানাবিধ অভিযান ও শিকারের কাহিনী, ইতিহাসের গল্প, জীবজন্তুর কথা, যান-বাহনের গল্প, সমাজের মানুষ ও তাদের জীবিকা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত রচনা— এইসব থাকবে। কিছু কিছু সন্ধি ও সমাসবদ্ধ শব্দ থাকবে। ডবল ক্রাউন আকারের সচিত্র পাঠ্যপুস্তকটিতে পাইকা টাইপে ছাপা পাঠ্যাংশ ৩৬ পৃষ্ঠা+ছবি ৮+বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা+শেষে সংকলিত গদ্য ও কবিতা পাঠের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ সহ তালিকা ৪ পৃষ্ঠা থাকবে (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২)।

চতুর্থ শ্রেণী (বয়স ৯+)

পঠন ও শ্রবণ ঃ (১) অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ ও যথাযথ বিরতি সহকারে পাঠ।

(২) সরব পাঠের সঙ্গে কিছু পরিমাণ নীরব পাঠের অনুশীলন।

(৩) কবিতা, গল্প, জীবনী ও সামাজিক জীবনযাত্রা বিষয়ক রচনা, দেশবিদেশের মানুষের ও শিশুর জীবনকথা, জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত কাহিনী ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত কবিতা, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা ও ভ্রমণ কাহিনী, নাট্যাংশ ও হাস্যকৌতুক পঠন ও শ্রবণ।

লিখন : (১) শ্রুতলিখন, টানা লেখা শেখা।

(২) দিনলিপি রাখা।

(৩) স্বরচিত লেখা (প্রচলিত অর্থে প্রবন্ধ রচনা নয়—নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ রচনা)।

(৪) চিঠি লেখা।

(৫) সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য রচনা ও বিভাজন।

(৬) পাঠ্যাংশ থেকে পদ-পরিচয় : বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম, অব্যয় (সংজ্ঞার প্রয়োজন নাই)।

মৌখিক : আবৃত্তি, অভিনয় ও সমবেত আলোচনা সভা।

দ্রষ্টব্য : পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যাংশ ৬০ পৃষ্ঠা + বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা + সংকলিত কবিতা ও গদ্যপাঠের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ সহ তালিকা ৪ পৃষ্ঠা হবে (অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৮)। পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু ছবি থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু সন্ধি ও সমাস-বদ্ধ পদ থাকবে। এই স্তরে কিছু যৌগিক ও জটিল বাক্য থাকবে।

পঞ্চম শ্রেণী (বয়স ১০+)

উদ্দেশ্য : ভাষার উৎকর্ষবৃদ্ধি ও সাহিত্যবোধের সৃষ্টি।

পঠন ও শ্রবণ : (১) অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ, যথাযথ বিরতি ও উদ্ধৃতি চিহ্ন অনুসারে এবং ভাব সহকারে পাঠ।

(২) কবিতা আবৃত্তি ও শ্রবণ।

(৩) শিক্ষকের পরিচালনায় নীরব পাঠ (উপলব্ধিতে সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর)।

(৪) গদ্যাংশের ছোট ছোট অংশবিশেষের প্রশ্নোত্তর এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন। পঠিত অংশের উপলব্ধির জন্য অর্থ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ।

(৫) পাঠ্যাংশ চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ—অপেক্ষাকৃত উন্নত।

(৬) (ক) অভিধান ও সূচীপত্র দেখতে শেখা।

(খ) পাঠাগারের ব্যবহার শেখানো।

(৭) অন্যের হাতের লেখা পাঠ করার ক্ষমতা অর্জন।

লিখন : (১) শ্রুতলিখন, টানা লেখা শেখা।

(২) রচনা—বর্ণনামূলক গল্প, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়বস্তু অবলম্বনে দিনলিপি, চিঠিপত্র, দলগত প্রতিবেদন।

(৩) দেওয়াল পত্রিকা রচনা।

(৪) সমোচ্চারিত, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ রচনা।

(৫) শব্দের অন্ত্য অক্ষরের সাহায্যে নতুন নতুন শব্দ গঠন।

(৬) বাক্য সম্প্রসারণ, বাক্য সংকোচন, বাগ্‌ধারা, ধাঁধা ও কবিতা রচনা।

(৭) পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত পদ্যাংশের সরলার্থ ও গদ্যাংশের অংশবিশেষের সার-সংক্ষেপ।

পদ পরিচয়ঃ পাঠ্যাংশ হইতে পদ-পরিচয়ের অধিকতর অনুশীলন, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ব্যবহারিক ব্যাকরণের জ্ঞানদান। ব্যাকরণের জন্য স্বতন্ত্র বই থাকবে না।

দ্রষ্টব্যঃ (ক) পাঠ্যপুস্তকের আকার ডবল ক্রাউন, টাইপ পাইকা। পাঠ্যাংশ ৬৬ পৃষ্ঠা + বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা + সংকলিত গদ্য ও কবিতা পাঠের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্যাংশের বিস্তৃত অথ ৪ পৃষ্ঠা হবে (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭৪)। ব্যাকরণের জন্য কোন পুস্তক থাকবে না।

(খ) সাহিত্যের প্রতি আরও আকর্ষণ ও ভাষা সম্পর্কে আরও আগ্রহ বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে ৪০ পৃষ্ঠার অনধিক (পাইকা টাইপ) একখানি অতিরিক্ত পাঠ্য থাকবে। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু হবে এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী। পুস্তকটি চলিত ভাষায় লেখা হবে। এই স্তরে যৌগিক ও জটিল বাক্য থাকবে। সন্ধি ও সমাস-বদ্ধ শব্দও থাকবে। বাক্যগুলি সাধারণভাবে বাগ্‌ধারা-সম্বলিত হবে।

(গ) "ওয়ার্ক বুক" থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য মাতৃভাষার পাঠ্যসূচীর প্রতি পাচ বৎসরে একবার পুনর্মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। **পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য মাতৃভাষার জন্য বাংলা ভাষার সিলেবাস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পাঠ্যসূচী রচিত হওয়া প্রয়োজন।**

গণিত

ভূমিকা

যেকোন বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় গণিতের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার, আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রয়োগ ও উন্নত কলাকৌশলের সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সু-অভ্যাস, বৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুস্থ ও সবল মানবিক মূল্য-বোধ গ'ড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগবিজ্ঞান হিসাবে গণিতের বিশেষ স্থান রয়েছে। আজকের দিনে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় গণিত একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা ছাড়া, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের ক্রম-বর্ধমান প্রয়োগ গণিতশিক্ষাকে ক্রমেই নবতর পর্যায়ে উন্নীত করছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রেখে একটি সক্রিয় ও গতিশীল গণিত-পাঠসূচী প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রাথমিক স্তরে গণিতশিক্ষার নিম্ন উদ্দেশ্যগুলি স্থিরীকৃত হ'ল:—

১। প্রাথমিক স্তরের প্রয়োজনীয় গাণিতিক মূল ধারণাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং ধারণাগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার পটুতা অর্জন।

২। দ্রুত ও নির্ভুল হিসাব করার দক্ষতা অর্জন।

৩। যুক্তি ও বিচারশক্তি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার বিকাশসাধন।

৪। সঠিক পরিমাপ করার ক্ষমতা অর্জন।

৫। আবিষ্কার-ধর্মীতার উন্মেষসাধন।

৬। জাতীয় উৎপাদনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে উপরোক্ত গাণিতিক ধারণাগুলির যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন।

গণিতবিষয়ক পাঠসূচীর সাফল্য সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল :—

১। **বিদ্যালয়ের পরিবেশ :** বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ, ন্যূনতম সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র নেই। উপরন্তু প্রচলিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত খুবই অস্বস্তিকর ও শিক্ষণসহায়ক নয়। এক-একটি শ্রেণীতে ৩৫–৪০ মিনিটের এক-একটি ঘণ্টায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর দিকে আলাদা ক'রে নজর দেওয়া এবং তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা সম্ভবপর হয় না। এমনকি, প্রয়োজনভিত্তিক গ্রুপ-টিচিং পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেকটি শিশুকে অঙ্ক শিক্ষাদানে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে সক্রিয় করাও হয় না। বিদ্যালয়ের বাড়ি, আসবাবপত্র, শিক্ষণপদ্ধতি, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে যে বিদ্যালয়-পরিবেশ, তার উন্নতি সাধিত না হ'লে গণিত শিক্ষায় ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

২। **শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির বাস্তব প্রয়াস:** এই সমস্যাটি খুবই জটিল। বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের অনেকেরই অঙ্কের প্রতি অনীহা শুরু থেকে গ'ড়ে ওঠে। মূলত শিক্ষণীয় পাঠসমূহ এবং শিখনপদ্ধতি এর জন্য দায়ী। সমাজের এক বৃহৎ অংশ দুর্বল শ্রেণীভুক্ত—প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। ভর্তি হ'লে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় বা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। এখানেও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং নিষ্প্রাণ ও নিরানন্দ শিখনপদ্ধতি বহুলাংশে দায়ী। পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় এবং পদ্ধতিনির্ণয়ে এই আগ্রহসৃষ্টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দরকার দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যাতে বিদ্যালয়ে আসতে পারে, অনুপস্থিত কম থাকতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

৩। **গণিত শিক্ষাদানের পদ্ধতি:** প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে রীতি চ'লে আসছে তা হ'ল—"আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষার্থীরা বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ করবে এবং পরবর্তীকালে তারা যখন বাস্তব সমস্যায় সেই বিষয়বস্তু প্রয়োগ করবে তখন প্রকৃত অর্থবোধ হবে। গণিতশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভঙ্করী ও অন্যান্য আর্যা এবং যোগ, বিয়োগ ও গুণের নামতা দীর্ঘদিন ধ'রে মুখস্থ করানোর রীতি এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফলে গণিতের বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে নীরস ও অর্থবিহীন হয়ে পড়ে। আজকের দিনে এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অচল।

যে যুগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ, শিক্ষার্থীরা আসত এমন সব পরিবার থেকে যাদের পরিবারে রয়েছে শিক্ষাগত পটভূমি, দীর্ঘদিন ধ'রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় চালানোর মত অর্থসামর্থ্য, অফুরন্ত অবসর সময় ইত্যাদি, সেই যুগে এই পদ্ধতিতে চললেও আজ তা সম্পূর্ণ অচল ও অবৈজ্ঞানিক। আজকের দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান বিকাশের ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদনপদ্ধতির দ্রুত বিকাশের ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে নানা বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটেছে ও ঘটছে, আজকের দিনে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ আসে এমন সব পরিবার থেকে যাদের না আছে শিক্ষাগত অতীত ঐতিহ্য, না আছে পর্যাপ্ত অর্থসামর্থ্য, না আছে দীর্ঘদিন ধ'রে শিক্ষা গ্রহণ করার মত অফুরন্ত অবসর সময়। এ অবস্থায় গণিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে আরও আকর্ষণীয়, অধিকতর অর্থবহ ও বাস্তবধর্মী।

তাই প্রথম থেকেই গাণিতিক মৌল ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্ম মাধ্যমে লব্ধ উপলব্ধি ও জ্ঞানকে প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই সেই ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি বাস্তব সমস্যায় প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

যে পরিবেশ থেকেই আসুক না কেন প্রত্যেক শিশুর গণিত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থাকেই। যেসকল শিশু পারিবারিক প্রয়োজনে গণিতের হিসাবের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে তো বটেই, সর্ব প্রকার ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে গণিতের শিক্ষা আরম্ভ করলে গণিতশিক্ষা অর্থবহ ও আগ্রহভিত্তিক হবে।

তৈরি আর্যা বা নামতা মুখস্থ করতে বাধ্য না করিয়ে কিভাবে গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নামতা বা আর্যার বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় তা শিক্ষা দিতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন নামতা বা আর্যা তৈরি করতে পারবে। পরে সেইসব নামতা বা আর্যার ফল যাতে প্রয়োজনমত দ্রুত ব্যবহার করা যায় তার জন্য নামতা বা আর্যা মুখস্থ ক'রে রাখা প্রয়োজন—এই কথা বুঝিয়ে সেইগুলি মুখস্থ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

এর ফলে উক্ত আর্যা ও নামতাগুলি তাদের কাছে দুর্বোধ্য অবাস্তব ব'লে মনে হবে না। তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের নিজেদের চেষ্টায় যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতেই তারা নিজেরা ফলগুলি আবিষ্কার করেছে। এর ফলে গণিত সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ, আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, গণিত সম্পর্কে তাদের অহেতুক ভীতি দূর হবে। কোন একটি বিশেষ নামতা বা আর্যা ভুলে গেলেও প্রয়োজনমত নিজেই তা আবার তৈরি ক'রে নিতে পারবে।

উপলব্ধি, আত্মকরণ, ও প্রয়োগ—পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতিতে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থীদের মনে একবার দৃঢ়বদ্ধ করতে পারলে গণিত সম্পর্কে তাদের অনীহা, অমূলক ভীতি ও অসাফল্য অনেকাংশে ক'মে যাবে।

৪। **বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা ঃ** সাধারণত একটি ধারণা আছে যে, গণিত একটি শুদ্ধ বিজ্ঞান. বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের mental discipline-কে সমৃদ্ধ ও অধিকতর যুক্তিমুখী করাই এই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং গণিতের পাঠ্যসূচী প্রধানত হবে যুক্তিগ্রাহ্য ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির একটি সূচীপত্র মাত্র।

উপরোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল না হ'লেও নিতান্তই একপেশে। গণিত মূলত একটি প্রয়োগবিজ্ঞান। তা ছাড়া ভাববিনিময় (Communication)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির নিজস্ব কোন বাস্তবমূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সমাজ ও জীবনের কোন না কোন সমস্যাতে—যাতে গাণিতিক রাশি যুক্ত রয়েছে—প্রযুক্ত হয়। আধুনিক যুগে প্রয়োগবিজ্ঞান হিসাবে গণিতের ব্যবহার ও গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার যেসব শাখাকে গণিতবিবর্জিত শুদ্ধ কলাবিদ্যা (Arts) হিসাবে গণ্য করা হ'ত তাদের মধ্যেও আজ গণিতের প্রয়োগ শুরু হয়েছে এবং ক্রমেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বর্তমানকালে গণিত আর শুধু কতকগুলি বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে কারিগরি নয়, গণিত আজ শিক্ষার প্রতিটি শাখার জ্ঞান ও তত্ত্বের সুনির্দিষ্ট মাননির্ভর বাস্তব প্রয়োগের হাতিয়ার।

মূল প্রতিবেদনে একটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গ'ড়ে তোলার আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিবেদনের বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে প্রস্তাবিত সিলেবাসের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, "সর্বোপরি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানসিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন—সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠন" আবার, "প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে

জানা এবং সকল প্রকার সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রম-শক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমভোগী শ্রমবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ সে বিষয়ে জানা", "দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি", "সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতামূলক জীবনযাপন করার জন্য অভ্যস্ত হওয়া", "আধুনিক সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ" ইত্যাদি।

মূল প্রতিবেদনের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রে এই অভিমত প্রকাশ করা যায় যে, গণিত পাঠ্যসূচীকে শুধু কতকগুলি গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়ার ক্রমিকসূচী হিসাবে পেশ করলেই হবে না। গণিত পাঠ্যসূচীতে এমন কিছু কিছু ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য সংযোজিত করা প্রয়োজন যেন তা দেখে শিক্ষকমহাশয়গণ ও পুস্তকপ্রণেতারা পাঠ্যসূচীর spirit ও গতিধারা বুঝে সেইমত বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে গণিত একটি প্রয়োগ বিজ্ঞান। সুতরাং এর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সম্পৃক্ত কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা সম্ভব। আবার শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতা-মূলক জীবনযাপনের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করার ক্ষেত্রেও গণিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। অবশ্য এর সার্থকতা নির্ভর করবে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির আধার হিসাবে সমাজ ও জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হ'ল এবং কতটুকু সুচিন্তিতভাবে জাতীয় জীবনের কাম্য সামাজিক ও বৈষয়িক নীতিগুলিকে তুলে ধরা হ'ল। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ ক'রে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপিত করা হ'ল, যেমন :

(১)(ক) **উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ :** কৃষিতে রাসায়নিক সার, উন্নত মানের বীজ, সেচের জল, কীটনাশক ঔষধ, কলের লাঙল, ট্রাক্টর ইত্যাদির প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদাহরণ : তোমাদের বিদ্যালয়ের বাগানে তোমরা গত বৎসর শুধু গোবর সার দিয়ে আলু চাষ ক'রে ৩ কুইন্ট্যাল ২৫ কেজি আলু পেয়েছিলে। এ বছর গোবর সারের সঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহার ক'রে ৪ কুইন্ট্যাল ৩৫ কেজি আলু পেলে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করায় উৎপাদন কত বাড়ল? (দ্বিতীয় শ্রেণী)

(খ) শিল্পে উন্নত যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, অধিকতর শ্রমবিভাগ, শ্রমিকদের পারস্পরিক সহযোগিতা, কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় রোধ ইত্যাদির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদাহরণ : এক কৃষি সমবায় সমিতি নিজস্ব কারখানায় ৮০ টাকা খরচ ক'রে ১৬টি লাঙল তৈরি করেছিল। কিন্তু যদি তারা কাঠ ও লোহার অপচয় কমাতে পারত এবং একটু বেশি শ্রম দিতে পারত তবে প্রতিটি লাঙলের উৎপাদনব্যয় ১ টাকা ক'মে যেত। তবে তারা ঐ টাকায় কতগুলি লাঙল পেত? (চতুর্থ শ্রেণী)

(২) **সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রয়োগ : বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম, বায়ুতে গ্যাসের অনুপাত, মিশ্র ধাতুতে বিভিন্ন ধাতুর অনুপাত ইত্যাদি।**

উদাহরণ: একটি বিশেষ মানের পিতলে $\frac{1}{8}$ ভাগ তামা ও বাকি অংশ দস্তা আছে। ঐ পিতলে কত ভাগ দস্তা আছে? (তৃতীয় শ্রেণী)

(৩) **কু-সংস্কার ও কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে:** ভাগ্যের উপর নির্ভরতা দূর ক'রে সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার উপর আস্থা স্থাপন।

উদাহরণ: পূর্বে গাঁয়ের লোকেরা বসন্তের টিকা নিত না। মোহনপুর গাঁয়ের কেউ গত বছর পর্যন্ত টিকা নেয় নি। গত বছর তাই ১৫% লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়েছিল। এই বছর গাঁয়ের যুব সমিতি নিজেরাই গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে তাদের বেশির ভাগ লোককে টিকা নিতে উৎসাহিত করে। তাই এ বছর মাত্র ২% লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে। গ্রামের মোট জনসংখ্যা যদি ২৫০০ জন হয় তবে টিকা নেওয়ার ফলে কতজন লোক বসন্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে? (পঞ্চম শ্রেণী)

(৪) **সমবায়:** সমবায় প্রথায় চাষবাস ও শিল্প পরিচালনা, ক্রেতা সমবায়, ঋণ সমবায়, বিক্রেতা সমবায়ের সুবিধা।

উদাহরণ: মির্জাপুর গাঁয়ের চাষীরা সরকারী সহযোগিতায় তাদের গাঁয়ে একটি সমবায় শস্যগোলা স্থাপন করেন। মাঘ মাসে সেই গাঁয়ের আনোয়ার আলী দেখল যে, বাজারে প্রতি কুইন্টাল ৪৫ টাকা দরে ধান বিক্রি হচ্ছে। সে বাজারে ধান বিক্রি না ক'রে সমবায় শস্য গোলায় ধান জমা রেখে কুইন্টালপ্রতি ৪০ টাকা ধার পেল। পরে আষাঢ় মাসে সেই ধান সে প্রতি কুইন্টাল ৬২ টাকা দরে বিক্রি করল এবং প্রতি কুইন্টালে ধারের টাকার সুদ বাবত তাকে ৩ টাকা এবং গোলা ভাড়া বাবত ১.৫০ টাকা দিতে হ'ল। সমবায় শস্য গোলায় ধান রাখতে পারায় আনোয়ার আলী কুইন্টালপ্রতি কত বেশি টাকা পেল?

(৫) **বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ:** নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচার, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুফল।

উদাহরণ: বন্যায় অবরুদ্ধ গ্রামের ৫৫০ জন অধিবাসীর ৬ দিনের খাবার মজুত ছিল। একদিন পর একটি উদ্ধারকারী দল গ্রামের ৩৩০ জন স্ত্রীলোক ও শিশুকে নিরাপদ আশ্রয় শিবিরে সরিয়ে দেয়। বাকি খাদ্যে অবরুদ্ধ গ্রামবাসীদের আর কতদিন চলবে?

(৬) **ব্যক্তিগত সুদখোর ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে**

উদাহরণ: গাঁয়ের সুদখোর মহাজন ১০০ টাকা ধার দিয়ে প্রতি মাসে ১.৫০ টাকা সুদ আদায় করে। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিলে বৎসরে শতকরা ৭.৫০ টাকা সুদ দিতে হয়। যদি কোন একজন চাষী বিপদে প'ড়ে সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়, তবে এক বৎসরে তাকে কত বেশি টাকা সুদ গুনতে হবে?

(৭) জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট করে এমন কোন উদাহরণ পাঠ্যপুস্তকে থাকবে না।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিই সব নয়, জাতীয় শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ-বিজ্ঞান হিসাবে গণিতকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা যে কত বিরাট তারই কিছুটা নমুনা হিসাবে সাব-কমিটি উপরোক্ত উদাহরণগুলি তুলে ধরেছে। সাব-কমিটি মনে করে উক্ত ধারায় গণিত পুস্তকে সমস্যাবলীর সমাবেশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে শুধু গণিত কেন প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষাদান করলে এবং সেইভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হ'লে প্রাথমিক শিক্ষার সামাজিক ও নৈতিক মূল্যলাভে সমর্থ হওয়া সম্ভব হ'তে পারে। মূল আদর্শের রূপায়ণে সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক প্রচেষ্টা একান্তভাবে দরকার।

৫। **গণিতের ভাষা :** জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রকাশভঙ্গিমা ও শব্দ ব্যবহারে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। অঙ্কেরও সেইরূপ একটি নিজস্ব ভাষা আছে, আছে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি, নিজস্ব পরিভাষা। গণিত শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকমহাশয়দের সেই সম্পর্কে সদাসতর্ক থেকে শিক্ষার্থীদের গণিতের ভাষার সঙ্গে পরিচিত ক'রে তুলতে হবে।

সাধারণত বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়; যেমন,—বৃহত্তর, সমান, যোগ, গুণ ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের মনে কোন একটি বিশেষ শব্দ ও তা দ্বারা প্রকাশিত গাণিতিক ধারণা বা প্রক্রিয়ার বন্ধন (bond) খুব স্পষ্ট ও দৃঢ় হয় না। ফলে সেই বিশেষ শব্দটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিমূর্ত, অর্থহীন ধ্বনি মাত্র হয়ে থাকে, শ্রবণে প্রবেশ করলেও মরমে প্রবেশ করে না। সুতরাং গাণিতিক ভাষাকে শিক্ষার্থীর মনে এমনভাবে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে যে, যেমন "খেলা করা" বললেই কোন একজন শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে, তেমনি "যোগ করা" বললেই বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার দৃশ্য শিক্ষার্থীর মনে ভেসে উঠবে। একমাত্র তখনই গাণিতিক পরিভাষা শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ, সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। সুতরাং যখনই শিক্ষার্থীদের কাছে কোন নতুন গাণিতিক শব্দ উপস্থাপনের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন শিক্ষকমহাশয় বিশেষভাবে নজর রাখবেন যেন গাণিতিক শব্দটি ও তার দ্বারা প্রকাশিত গাণিতিক ধারণা বা প্রক্রিয়াটির বন্ধন (bond) শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতি স্তরে সাধারণ ভাষায় লিখিত গাণিতিক সমস্যাগুলিকে গাণিতিক পরিভাষায় রূপান্তর ও গাণিতিক ভাষায় লিখিত কোন একটি রাশিমালাকে সাধারণ ভাষায় লিখিত গাণিতিক সমস্যায় পরিবর্তিত করার কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করলে, গাণিতিক ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা দূর হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে গণিতের সমস্যা তৈরি করার ভাষা সম্পর্কে আরো একটি সাবধানতা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সব সময় এমন ভাষায় সমস্যাগুলি তুলে ধরতে হবে যা শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞানের পরিধির মধ্যে পড়ে।

৬। **উপকরণ:** গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতিপয় পাঠোপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেমন—অ্যাবেকাস, বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলিকে বাস্তব বস্তুর সাহায্যে বা বাস্তব কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে বিমূর্ত ধারণাগুলি দেবার ইঙ্গিত শিক্ষণ ব্যবহারিকায় বিস্তারিতভাবে থাকবে।

৭। **পাঠ্যপুস্তক:** প্রাথমিক পর্যায়ের গণিত পুস্তক লেখার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া দরকার:—

(ক) প্রতিটি শ্রেণীর গণিত পুস্তকের ভাষা, বিশেষত সমস্যাগুলির ভাষা এমন হবে যেন তা সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানের পরিধির মধ্যে থাকে।

(খ) প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত পুস্তকের আকৃতি (size) বর্তমানে প্রচলিত "গণিত মুকুলের" আকৃতির মত হবে। আর বইগুলি লেখা হবে **Work Book**-এর মত ক'রে।

(গ) গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সব সময় শিক্ষার্থীদের পরিচিত বাস্তব বস্তুর চিত্র ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি নতুন ধারণা ও প্রক্রিয়া উপস্থাপনার সময় তাকে বাস্তব পাঠোপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধকরূপে পরিবেশনের নির্দেশ ও উদাহরণ পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।

(ঙ) গাণিতিক সমস্যাবলী নির্বাচন করতে হবে সমাজ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। উদাহরণগুলির ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস এমনভাবে প্রভাবিত করতে হবে যেন তারা একটি উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনব্যবস্থায় সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অসাধুতা, আলস্য ইত্যাদি দোষমুক্ত গণতান্ত্রিক উদার মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে উদাহরণগুলির গুরুত্ব সব সময় মনে রাখতে হবে। এই প্রকার কয়েকটি লক্ষ্যভিত্তিক অঙ্কের নমুনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, উদাহরণগুলি কোন ক্ষেত্রেই নীরস ও অর্থহীন বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়ার পর্যায়ে না পড়ে।

৮। **গাইড বুক:** গণিতের নতুন পাঠ্যসূচীতে যে মৌলিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তা সফলভাবে কার্যকরী করতে হ'লে নতুন ধারায় গণিত শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ সহ একটি টিচার্স গাইড বুক (শিক্ষণ ব্যবহারিকা) অবশ্যই প্রয়োজন। এই গাইড বুকে একদিকে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি কিরূপে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা যায় তার নির্দেশ যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্র থেকে সমস্যা নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কাম্য পর্যায়ে পরিবর্তিত করা যাবে। কিন্তু কোন কারণেই গাইড বুকের নির্দেশই শেষ কথা হবে না। শিক্ষক-মহাশয়গণ স্থান ও কাল ভেদে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করবেন।

প্রথম শ্রেণী (বয়স ৬+)

প্রথম পর্যায়

১। কম-বেশি, লম্বা-খাটো, ভারী-হাল্কা ইত্যাদি ধারণা এবং ১—৯ পর্যন্ত গণনা, পড়া ও লেখাকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। (এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে।)

২। ১—৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে আগের, পরের ও মাঝের সংখ্যা চিনতে পারা, নির্ণয় করার কাজ করাতে হবে। এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সৃষ্টি করতে সাহায্য ক'রে সেই সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত করতে হবে। বেশি-কম ধারণা (ঊর্ধ্বমুখী ও অধঃমুখী) দিতে হবে।

৩। **প্রক্রিয়া ঃ** (ক) যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া একই সঙ্গে উপস্থাপন করতে হবে এবং এদের একটি যে অপরটির বিপরীত প্রক্রিয়া সে সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। মার্বেল, কাঁইবীজ, মাটির গুলি ইত্যাদি বাস্তব বস্তুর একজাতীয় দু'টি আলাদা আলাদা দলকে একত্র ক'রে যোগের ধারণা এবং একটি বড় দল থেকে তার একটি অংশ দল সরিয়ে নিয়ে বিয়োগের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। (এই পর্যায়ে সব সময় বাস্তব বস্তুর সাহায্য নিতে হবে এবং যোগফল কখনই ৯-এর বেশি হবে না।)

(খ) যোগ, বিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সমান সমানের ধারণার জন্য গাণিতিক প্রতীক "+", "—" ও "=" চিহ্নের অবতারণা। যোগ ও বিয়োগের বাস্তব সমস্যায় প্রতীকগুলি প্রয়োগ ক'রে প্রতীকগুলিকে গাণিতিক ভাষার শব্দ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত যোগ-বিয়োগের সমস্যাকে কি ক'রে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ (অর্থাৎ সংখ্যা প্রতীক ও ভাষা-প্রক্রিয়া প্রতীকে) করা যায় তার লিখিত উদাহরণ দিয়ে ধারণাটিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। পরে শিক্ষার্থীরা নিজেরা সমস্যা উদ্ভাবন ক'রে তা সাধারণ ভাষা থেকে গণিতের ভাষায় এবং গণিতের ভাষা থেকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তরের অনুশীলন করবে।

(গ) ৯-এর চেয়ে কম ফল হয় এমন যোগ-বিয়োগের সমস্যা পাশাপাশি লিখে যোগ করতে দিতে হবে (মৌখিকভাবে)। এদের কিভাবে স্তম্ভাকারে সাজানো যায় তা শেখাতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

১। **সংখ্যা ঃ** (ক) একটিও রইল না, এরূপ শূন্য অবস্থার সমস্যা সৃষ্টি ক'রে তাকে ০ (শূন্য) প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যায় এরূপ ইঙ্গিত দিয়ে ০ প্রতীকের অবতারণা ও প্রয়োগ শেখাতে হবে।

(খ) ৯-এর চেয়ে বেশি সংখ্যক বাস্তব বস্তু গণনা করা ও প্রকাশ করার সমস্যা সামনে এনে ০ প্রতীকের প্রয়োগ ক'রে সমাধানের পথ খুলে দিতে হবে।

(গ) ১০-এর দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে একক ও দশকের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা। স্থানীয় মানের ধারণার প্রয়োগে ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা তৈরি করতে ও লিখতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। পরে নিজেদের তৈরি সংখ্যা চার্ট দেখে পড়তে ও গণনা করতে অভ্যাস করাতে হবে এবং মুখস্থ করাতে হবে।

২। **প্রক্রিয়া:** (ক) স্থানীয় মান অনুসারে দু' অঙ্কবিশিষ্ট দু'টি দু'টি ক'রে সংখ্যা স্তম্ভাকারে সাজিয়ে যোগ ও বিয়োগ অনুশীলন (হাতে থাকবে না এবং ফল ৯৯-এর বেশি হবে না)।

(খ) ২০ পর্যন্ত ফল হয় এমন এক অঙ্ক ও দু' অঙ্কের সংখ্যা যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা পাশাপাশি যুক্ত ক'রে সমাধান করা।

৩। **মুদ্রা পরিচিতি:** এক পয়সা থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত সংখ্যার যোগ-বিয়োগ। এক টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা পর্যন্ত মুদ্রার পরিচিতি ও তাদের যোগ-বিয়োগ।

৪। **সময় পরিচিতি:** ঘণ্টা, দিন ও সপ্তাহ সম্বন্ধে ধারণা এবং একই এককের যোগ-বিয়োগ।

৫। **বিবিধ প্রশ্ন:** বাস্তব বস্তু ও চিত্রের সাহায্যে বর্ণিত যোগ-বিয়োগের সহজ সমস্যা সমাধান।

দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়স ৭+)

পূর্ব বৎসরের পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা:** (ক) স্থানীয় মানের সাহায্য নিয়ে ১—৯৯-এর মধ্যে যেকোন স্থান থেকে যেকোন সংখ্যা লিখতে, পড়তে ও চিনতে শেখাতে হবে। ১—৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যেকোন একটি সংখ্যার আগের ও পরের সংখ্যা নির্ণয় ও যেকোন দু'টি সংখ্যার মধ্যবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করতে ও পড়তে অভ্যাস করাতে হবে। স্থানীয় মানের সাহায্যে একাধিক সংখ্যার মধ্যে কোন্‌টি বড় কোনটি ছোট তা চিনতে, লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে এবং বড় থেকে ছোট ও ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সাজাতে শেখাতে হবে (লিখিত ও মৌখিক)।

(খ) ১০০-এর দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে শতকের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা। পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক লিখিত ছকের সাহায্যে তিন অঙ্কের সংখ্যার ভাষান্তর (সাধারণ ভাষা থেকে গণিতের ভাষায় ও বিপরীতটি) অনুশীলন।

(গ) হাজারের দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে হাজারের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা। পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক, হাজার লেখা ছকের সাহায্যে চার অঙ্কের সংখ্যার ভাষান্তর অনুশীলন।

২। **প্রক্রিয়া:** (ক) স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো দুই অঙ্কের দু'টি সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে এমন যোগ এবং পরে তিনটি সংখ্যা নিয়ে যোগ শেখাতে হবে। স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো তিন অঙ্কের দু'টি সংখ্যা নিয়ে প্রথমে হাতে থাকে না এমন

যোগ ও পরে হাতে থাকে এমন যোগ শেখাতে হবে। তারপরে তিনটি ও তার বেশি সংখ্যা নিয়ে যোগ শেখাতে হবে। যোগফল অবশ্য ১০০০-এর কম থাকবে। যোগ বিষয়ক সহজ প্রশ্নের অঙ্ক।

(খ) স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো দু' অঙ্কের দু'টি সংখ্যা নিয়ে পরে তিন অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে না এমন বিয়োগ। বিয়োগের ক্ষেত্রে হাতে থাকে এই ধারণাটিকে বাস্তব বস্তুর উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন। স্থানীয় মানের ছকের সাহায্য নিয়ে সেই ধারণাকে আরও স্পষ্ট এবং দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের দিক থেকে ধারণাটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তার যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমস্যা সৃষ্টি করতে উৎসাহিত ক'রে তার সমাধানের মাধ্যমে ধারণাটিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে (ধারণাটির জটিলতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে)। পরে দু' অঙ্কের ও তিন অঙ্কের আরও সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন। বিয়োগ বিষয়ক সহজ প্রশ্নের সমাধান। বিয়োগফল ৯৯৯-এর বেশি হবে না।

(গ) এই পর্যায়ে ১—১০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ ও বিয়োগের নামতা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে এবং নিজেদের তৈরি নামতা বারবার পড়তে ও মুখস্থ করতে উৎসাহিত করতে হবে। যোগ ও বিয়োগ করার সময় নামতার সাহায্য নিলে যে বাড়তি সুযোগগুলি পাওয়া যায় তা বুঝিয়ে দিয়ে মুখস্থ ও ব্যবহার করার উৎসাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(ঘ) বাস্তব বস্তুর (গুলি, মার্বেল ও বিভিন্ন প্রকার কাজ ইত্যাদি) সাহায্যে গুণ ও ভাগের ধারণার অবতারণা করতে হবে। যোগের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে গুণের ধারণা ও বিয়োগের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে ভাগের ধারণার সঙ্গতি দেখিয়ে ধারণা দু'টিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। প্রক্রিয়া দু'টি যে বিপরীতধর্মী তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

(ঙ) গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার জন্য গাণিতিক প্রতীক "×" ও "÷" চিহ্নের অবতারণা। গুণ ও ভাগের বাস্তব সমস্যায় প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার ক'রে কি ক'রে এদের গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় তা শেখাতে হবে। গাণিতিক ভাষাকে সাধারণ ভাষায় এবং সাধারণ ভাষাকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতীক-চিহ্নগুলির অর্থবহ প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করতে হবে। প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজেদের সমস্যা সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(চ) যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গুণের নামতা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ক'রে ০ থেকে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত গুণের নামতা তৈরি করাতে হবে। পরে নিজেদের তৈরি নামতা বারবার পড়তে, মুখস্থ ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(ছ) নামতার সাহায্যে প্রথমে এক অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ ও পরে দু' অঙ্কের রাশিকে স্থানীয় মান হিসাবে লিখে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ করতে শেখাতে হবে। প্রথম দিকে যোগের পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়াটিকেও পাশাপাশি দেখাতে হবে। পরে তিন অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ, গুণফল ৯৯৯-এর বেশি হবে না।

(জ) নামতার সাহায্যে প্রথমে এক অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা ভাগ করতে শেখাতে হবে (ভাগশেষ থাকবে না)। পরে স্থানীয় মানের ছকে লিখিত দু' অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা ভাগ করতে শেখাতে হবে ; অঙ্ক দুটি আলাদা আলাদাভাবে বিভাজ্য হবে ; ভাগফল ভাজ্যের উপর রেখা টেনে স্থানীয় মানের ছক অনুসারে বসাতে হবে।

(ঝ) গুণ ও ভাগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলীর সমাধান।

(ঞ) সংখ্যার বিশ্লেষণ (৫=২+৩, ৫=১+৪ ইত্যাদি) ধারণার অবতারণা।

৩। **বিভিন্ন এককাবলী ঃ** (ক) মুদ্রার অধিকতর ব্যবহার। ১ টাকা=১০০ পয়সা সম্বন্ধে ধারণার অবতারণা। টাকা-পয়সার সহজ যোগ-বিয়োগ (পয়সার যোগফল ১ টাকার নীচে থাকবে)। টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলী।

(খ) লম্বা-খাটো ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য দূরত্ব পরিমাপের সমস্যা সৃষ্টি ক'রে কোন একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে শিক্ষার্থীদের এক পা, দু'পা ক'রে এবং এক হাত দু'হাত ক'রে মাপতে উৎসাহিত করা। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হওয়ায় প্রাপ্ত ফল বিভিন্ন হচ্ছে—এই সমস্যা থেকে একটি সর্বজনস্বীকৃত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একক ঠিক করার সমস্যায় পৌঁছে মিটারের ধারণার অবতারণা। মিটারের সর্বজনীন পরিমাণ কিভাবে ঠিক হয়েছে তার আভাস দেওয়া।

(গ) ভারী-হাল্কা ধারণাকে আরও নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য ওজনের সমস্যার অবতারণা। ওজনের জন্য একটি সর্বজনস্বীকৃত একক না থাকলে কি সমস্যার উদ্ভব হ'তে পারে তা তুলে ধ'রে "গ্রামের" ধারণার অবতারণা। গ্রামের সর্বজনস্বীকৃত পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিলোগ্রাম এবং অন্যান্য বাটখারার সঙ্গে পরিচিত করানো।

(ঘ) তরল পদার্থ পরিমাপের সমস্যা এনে নির্দিষ্ট আয়তনের আধারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া ও লিটারের অবতারণা। লিটারের সর্বসম্মত পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

(ঙ) সময় পরিমাপে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের অবতারণা ক'রে ঘড়ি দেখতে ও পড়তে শেখানো। দিন, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সময়ের পরিমাপ সম্পর্কিত অর্থবহ পরিচয়। সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম এবং বাংলা ও ইংরেজী মাসের নামের সঙ্গে পরিচয়।

তৃতীয় শ্রেণী (বয়স ৮+)

পূর্ব বৎসরের পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা ঃ** স্থানীয় মানের ধারণার আরও বিস্তার ঘটিয়ে এক লক্ষ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে। স্থানীয় মানের অঙ্কগুলির তুলনা ক'রে দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে বড়-ছোট নির্ণয় করা।

২। **প্রক্রিয়া ঃ** (ক) কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ, ফল এক লক্ষের মধ্যে থাকবে। যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী।

(খ) সম্ভব হ'লে ১১ থেকে ২০-এর ঘর পর্যন্ত গুণের নামতা তৈরি ও ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে এবং তাদের নিজেদের তৈরি নামতা প'ড়ে ও ব্যবহার করতে ও সম্ভব হ'লে মুখস্থ করতে উৎসাহিত করতে হবে। নামতার অন্তর্গত সংখ্যার দ্বারা সংক্ষিপ্ত গুণ ও ভাগ (এক অঙ্কের বেশি সংখ্যা হাতে থাকবে না)।

(গ) স্থানীয় মান অনুযায়ী দুই, তিন বা ততোধিক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ। দুই অঙ্কের ভাজক দ্বারা ভাগ, ভাগফল সরল রেখা টেনে স্থানীয় মান অনুযায়ী ভাজ্যের উপরে বসাতে হবে (প্রথমে মিলে যায় এমন, পরে ভাগশেষ থাকে এমন)।

(ঘ) চারি প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্ন।

(ঙ) পর্যায়ক্রমিক গাণিতিক সমস্যাকে কি ক'রে গাণিতিক ভাষায় (+, −, ×, ÷ চিহ্ন দ্বারা যুক্ত) প্রকাশ করা যায় তা দেখিয়ে, সেই রাশিকে কি ক'রে সরল ক'রে চূড়ান্ত ফল নির্ণয় করা যায় তা শেখানো। এবং এমনি অঙ্ক তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। সংখ্যা ও তৃতীয় চিহ্নের দ্বারা প্রস্তুত কিছু অঙ্কের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণার অবতারণা ক'রে গুণিতক ও গুণনীয়ক সম্পর্কে ধারণার অবতারণা। ২, ৩, ৪ ও ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম আবিষ্কার। উৎপাদক সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সহজ উৎপাদক নির্ণয়।

৪। বাস্তব বস্তুর সাহায্যে গোটা বস্তুর ভগ্নাংশের ধারণা থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ সংখ্যার ধারণার অবতারণা। লব ও হরের ধারণাকে দৃঢ়বদ্ধ করা।

৫। সাধারণ ভগ্নাংশের বিশেষ রূপ হিসাবে দশমিক ভগ্নাংশের অবতারণা। পরে আমাদের হিসাব ও গণনা পদ্ধতিতে দশমিকের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা। একক, দশক প্রভৃতি স্থানীয় মানের ধারণার সঙ্গে দশাংশ, শতাংশ প্রভৃতি স্থানীয় মানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল করতে সাহায্য করা। একক, দশক ও দশাংশ, শতাংশ ইত্যাদি স্থানীয় মান অনুসারে পূর্ণ সংখ্যাযুক্ত দশমিক রাশি লিখতে শেখানো এবং সেইমত লিখে সহজ যোগ ও বিয়োগ। কিছু অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

সহস্র	শতক	দশক	একক	দশাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ

দশমিক বিন্দু

৬। **এককাবলীঃ** (ক) ১ টাকা=১০০ পয়সা এই সম্পর্কটিকে দশমিকের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে উপস্থাপন।

(খ) রৈখিক পরিমাপ, ওজন পরিমাপ ও তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ সম্বন্ধীয় মূল এককাবলী মিটার, গ্রাম, লিটার ইত্যাদির ঊর্ধ্বতর ও নিম্নতর এককাবলীর প্রয়োজন সম্বন্ধে সমস্যা সৃষ্টি ক'রে কি ক'রে একই প্রকার উপসর্গ ব্যবহার ক'রে প্রত্যেকটি এককের ঊর্ধ্বতর ও নিম্নতর এককাবলী পাওয়া যায় তা দেখিয়ে কিলো, হেক্টো, ডেকা এবং ডেসি সেন্টি, মিলি প্রভৃতি উপসর্গগুলির অবতারণা। হাজার, শতক, দশক এবং দশাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ —এর স্থানীয় মানের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক বর্তমান তা নির্দেশ করা।

হাজার	শতক	দশক	একক	দশাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ
কিলো	হেক্টো	ডেকা	মিটার	ডেসি	সেন্টি	মিলি
১০০০ গুণ	১০০ গুণ	১০ গুণ	গ্রাম লিটার	$\frac{১}{১০}$ অংশ	$\frac{১}{১০০}$ অংশ	$\frac{১}{১০০০}$ অংশ

(গ) দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দিন, সপ্তাহ মাস, বৎসর ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন। ঐ সম্বন্ধীয় উর্ধ্ব ও নিম্ন লঘুকরণ সহজ প্রশ্নাবলীর সমাধান।

চতুর্থ শ্রেণী (বয়স ৯+)

পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা ঃ** স্থানীয় মানের ধারণার আরও বিস্তার ঘটিয়ে এক কোটি পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে। সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ ধর্মের ধারণা দিতে হবে। যেমন—জোড় ও বিজোড় সংখ্যা ইত্যাদি।

২। **প্রক্রিয়া ঃ** কঠিনতর গুণ। সর্বাধিক পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে তিন অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ (ভাগশেষ থাকবে), গুণ ও ভাগ সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী।

৩। **ভগ্নাংশ ঃ** $\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}=\frac{৩}{৬}$ ইত্যাদি ধারণার অবতারণা। একই হরবিশিষ্ট ক'রে দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের মধ্যে বড়-ছোট চিনতে পারা এবং ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ করা। ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলী।

৪। **দশমিক ঃ** দশমিক ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ এবং সহজ প্রশ্নে তার প্রয়োগ। দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ভাগ। ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি দ্বারা দশমিকযক্ত রাশিকে গুণ ও ভাগ করার সহজ নিয়ম।

৫। **গড় ঃ** সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক কাজ ও বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ক'রে গড়ের ধারণার অবতারণা। এককের সংখ্যা, তাদের মোট ফল এবং তা থেকে প্রাপ্ত গড়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণে শিক্ষার্থীদের সাহায্য ক'রে গড় সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী তৈরি করতে সাহায্য করা। গড় সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলীর সমাধান।

৬। **লঃ সাঃ গুঃ ও গঃ সাঃ গুঃ ঃ** বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লঃ সাঃ গুঃ ও গঃ সাঃ গুঃ নির্ণয়ের সমস্যা সৃষ্টি ক'রে লঃ সাঃ গুঃ ও গঃ সাঃ গুঃ-এর ধারণার অবতারণা। নামতার অন্তর্গত সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয় ক'রে তার সাহায্যে লঃ সাঃ গুঃ ও গঃ সাঃ গুঃ নির্ণয় করা। সহজ ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগে লঃ সাঃ গুঃ ও গঃ সাঃ গুঃ-এর প্রয়োগ ও প্রশ্নাবলীর সমাধান।

৭। **এককাবলী ঃ** (ক) রৈখিক পরিমাপ, ওজন পরিমাপ ও তরল পদার্থের পরিমাপ সম্বন্ধীয় মেট্রিক পদ্ধতির বিভিন্ন এককাবলী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও আলোচনা।

(খ) দশমিক বিন্দুর স্থানান্তরের মাধ্যমে কি ক'রে অতি সহজেই মেট্রিক পদ্ধতির এককাবলীর উর্ধ্ব ও নিম্ন লঘুকরণ করা যায় তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও অনুশীলন।

(গ) দশমিকের যোগ ও বিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন এককাবলীর যোগ ও বিয়োগ এবং ঐ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সহজ প্রশ্নাবলীর সমাধান।

(ঘ) দশমিকের গুণ ও ভাগ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন এককাবলীকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ভাগ এবং ঐ সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর সমাধান।

(ঙ) প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্মে প্রধানত যেসমস্ত এককাবলী ব্যবহৃত হয়, তার কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত ক'রে মিটার, কিলোমিটার, গ্রাম, কিলোগ্রাম, লিটার ইত্যাদির মধ্যাকার সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়া এবং সহজ প্রশ্নাবলীতে তার প্রয়োগের মাধ্যমে অনুশীলন।

৮। **জ্যামিতি:** বাস্তব ঘনবস্তুর সাহায্যে তল, সমতল, অসমতল, বক্রতল প্রভৃতির ধারণার অবতারণা। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন প্রকার সামতলিক ক্ষেত্রের প্রাথমিক পরিচিতি। কোন ক্ষেত্রেই জ্যামিতির সংজ্ঞার প্রয়োজন নাই।

পঞ্চম শ্রেণী (বয়স ১০+)

পূর্ব বৎসরের পাঠের পুনরালোচনা (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা:** শূন্য সংখ্যার কাজ সম্পর্কে ধারণা যেমন—০+২=২, ২+০=২, ২−০=২, ০×২=০, ০÷২=০ ইত্যাদি।

২। **প্রক্রিয়া:** (ক) সামান্য ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ এবং গুণ ও ভাগ। ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলী গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর ক'রে সরল করা।

(খ) দশমিক ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ। দশমিক ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ ও ভাগ (গুণক ও ভাজক তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত)। দশমিক ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলী গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর ক'রে সরল করা।

(গ) সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ (তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত), দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা।

৩। **ঐকিক নিয়ম:** বাস্তব সমস্যার অবতারণা ক'রে ঐকিক নিয়মের কার্যকারিতার অবতারণা, দু'টি বিভিন্ন এককের আলাদা আলাদা সম্পর্ককে একত্রিত ক'রে ঐকিক নিয়মের অঙ্ক তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা। দ্রব্য-মূল্য, সময়-দূরত্ব, সময়-কার্য ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি ক'রে ঐকিক নিয়মের সাহায্যে তার সমাধানে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

৪। **হিসাবরক্ষণ:** (ক) পারিবারিক আয়ব্যয়, (খ) উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের আয়ব্যয় এবং (গ) বিদ্যালয়ের উৎসব সংক্রান্ত আয়ব্যয় ইত্যাদি।

৫। **শতকরা:** বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে শতকরার ধারণার অবতারণা। সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাণগত বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে শতকরার ধারণাকে যুক্ত ক'রে সমস্যা সৃষ্টি ক'রে সমাধান করা, যেমন—কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি, ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হওয়ায় যাতায়াতের সময়ের হ্রাস, টিকার ব্যবহারে বসন্ত-কলেরা প্রভৃতি রোগে মৃত্যুর হার হ্রাস, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করার সুদের হার ইত্যাদি।

৬। **বিভিন্ন এককাবলী :** রৈখিক পরিমাপ, ওজন পরিমাপ ও তরল পদার্থের পরিমাপ ও মুদ্রা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান।

জমির পরিমাণ : শতক, একর-এর সাহায্যে সহজ প্রশ্নাবলীর অবতারণা।

৭। **জ্যামিতি :** বস্তু ও বাস্তব অভিজ্ঞতা, কাজ ও চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে বিন্দু, সরল রেখা, বক্র রেখা, সমান্তরাল রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সামান্তরিক, আয়তক্ষেত্র, বর্গ-ক্ষেত্র ও বৃত্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার অবতারণা। জ্যামিতির সংজ্ঞার প্রয়োজন নাই।

৮। **ক্ষেত্রফল :** বাস্তব ক্ষেত্রে জমি পরিমাপের সমস্যা সামনে এনে আয়তক্ষেত্রাকার ও বর্গক্ষেত্রাকার জমি ও তাদের দৈর্ঘ্য. প্রস্থ এবং পরিসীমা সম্পর্কে ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করা। আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা এবং ঐ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলীর সমাধান করা।

৯। **স্তম্ভ—লেখচিত্র :** প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত হ্রাসবৃদ্ধিজ্ঞাপক লেখচিত্র অঙ্কন—নিম্নতম এক সেন্টিমিটার বর্গ একক সম্বলিত।

পরিবেশ পরিচিতি ঃ ইতিহাস ও ভূগোল

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনাকারী মূল কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে সমাজ পরিচিতি (তথা ইতিহাস) পড়ানোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে:

১। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা।

২। শোষণমুক্ত, গণতান্ত্রিক ও শ্রেণীবিহীন সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন।

৩। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক, যুক্তিশীল মনোভাব গঠন।

৪। সার্থকভাবে নিজের জীবনচর্যায় অভ্যস্ত ক'রে তোলা।

উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যের পটভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ পরিচিতির পাঠসূচীর উদ্দেশ্যসমূহকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

জ্ঞানমূলক

এই বিভাগের মধ্যে সমাজ পরিচিতি এবং ইতিহাসের অংশে রয়েছে:

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং সকল সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে যে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমভোগী শ্রমবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ, সে বিষয়ে জানা।

দেশ ও জগৎ, তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা।

দক্ষতা এবং অভ্যাসমূলক

প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করবার যোগ্যতা অর্জন।

দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা

প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গঠন।

উৎপাদনমূলক শ্রম সহ সমাজকল্যাণমুখী সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গঠন।

মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে দেশাত্মবোধ জাগরণ।

গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন।

এই উদ্দেশ্যসমূহকে অবলম্বন ক'রে পরিবেশ পরিচিতির পাঠক্রম রচিত হয়েছে।

পঠন-পাঠনের বিভাগ

পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সামাজিক—এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে সম্পৃক্তভাবে শিশুরা জানবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে দু'টি বিষয়কে ধীরে ধীরে দু'টি সুনির্দিষ্ট বিভাগ হিসাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বিষয়বস্তু পৃথক হ'লেও ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি বিষয়ের পারস্পরিকতা সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহজ, সাবলীল ভাষা ও ভাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব তার পরিচয় হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিস্তৃতাকারে একটি আলাদা খসড়া দেওয়া হ'ল। এই পাঠক্রমে নিম্নোক্ত নীতিগুলি অনুসৃত হয়েছে:--

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকে একটি সামগ্রিক এবং ধারাবাহিক পাঠ হিসেবে দেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বাড়বার সাথে সাথে পরিবেশ সম্বন্ধে এক-একটি অভিজ্ঞতার বৃহত্তর সংস্করণ পুনরালোচিত হয়েছে—যেমন প্রথম শ্রেণীতে "পরিবার", দ্বিতীয় শ্রেণীতে "পারিবারিক জীবন", প্রথম শ্রেণীতে "বাড়িঘর" দ্বিতীয় শ্রেণীতে "বাড়িঘরের মালমসলা এবং বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ" ইত্যাদি।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যাংশকে দু'টি শ্রেণীর জন্য ভাগ ক'রে দেওয়া হয় নি। কোন্ শ্রেণীতে কতটুকু শেষ করবেন, সে বিষয়টি প্রতি স্কুলের শিক্ষকরাই স্থির ক'রে নেবেন।

৩। নিতান্ত পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে শিশুর জ্ঞানের সীমানা দূরের বিষয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

৪। তৃতীয় শ্রেণী থেকে সামাজিক পরিবেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আবার দূর থেকে কাছে আনবার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণী থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশের (তথা ভূগোলের) ক্ষেত্রে নিজের জেলা থেকে বৃহত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণাকে প্রসারিত করা হয়েছে।

৫। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠসূচীতে "পেন্ডুলাম" পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণেই বর্তমানের সাথে অতীতের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬। শিশুর বর্তমান কালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই পাঠ্যবস্তু স্থির করা হয়েছে (এ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বিস্তৃত পাঠের নমুনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের উপস্থাপনও অনুরূপভাবে হওয়া উচিত।

৭। প্রতি ক্লাসের পাঠসূচীর শেষটি এমনভাবে রাখবার চেষ্টা হয়েছে যেন স্বাভাবিক গতিতেই পরবর্তী ক্লাসের পড়া শুরু করা যায়, অর্থাৎ দুটি শ্রেণীর পড়াতে সংযোগবিন্দু রাখবার চেষ্টা হয়েছে।

৮। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্য কোন পাঠ্য-বই থাকছে না। শিক্ষকের উপস্থাপনের উপরই বিষয়টির সার্থকতা নির্ভর করবে। সুতরাং বিষয়টিকে সম্যক অনুধাবনের জন্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে "শিক্ষণ ব্যবহারিকায়" উপস্থাপন করতে হবে। উহাতে পাঠোপকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও নির্দেশ থাকবে।

৯। প্রথম দু'টি শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব "ডায়েরী" থাকা দরকার। দৈনন্দিন পড়ার শেষে তারা যদি নিজ নিজ ডায়েরীতে নিজের বাড়ির, গ্রামের বর্ণনা দিতে পারে, যেমন—আমার নাম, আমার বাবার নাম, আমাদের বাড়ি ...... গ্রামে, আমাদের গ্রাম থেকে রেলস্টেশনে যাওয়ার পাকা রাস্তা আছে ইত্যাদি তা হ'লে দু'বছর পরে প্রত্যেক ছাত্রের একখানি ক'রে আত্মপরিচয় এবং আত্ম-অভিজ্ঞতার বিবরণ তৈরি হবে।

১০। **পাঠ্যপুস্তক**: তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যকে প্রতি শ্রেণীতে ৫৫টি শিক্ষণ ইউনিটে ভাগ ক'রে উপস্থাপন করা চলবে।

*　　*　　*　　*

(ক) তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে সমাজ পরিচিতি (ইতিহাস) উপস্থাপনের সরল ও আকর্ষণীয় পদ্ধতির একটি নমুনা পরিশিষ্টে উপস্থিত করা হয়েছে। বইয়ের লেখক এই ভিত্তিতেই বই লিখতে পারবেন। পাঠ্যবইতে ভাষার আরও সরসতা কিংবা বাচনভঙ্গির আরও পারিপাট্য সম্ভব। কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বইখানি ইতিহাস ১৬ পৃষ্ঠা + ভূগোল ৮ পৃষ্ঠা মোট ২৪ পৃষ্ঠা এবং ছবি ও অনুশীলনী সমেত ৩৬ পৃষ্ঠার বেশি হওয়া উচিত নয়।

অনুশীলনীর জন্য বহু সংখ্যক ছোট ছোট প্রশ্ন এবং প্রয়োজনীয় ব্লক দিয়ে বইখানি সমৃদ্ধ করা দরকার। ব্লক সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব পাঠ্যবই রচয়িতার।

(খ) চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যবস্তুর সাধারণ কাঠামোটি উপস্থিত করা হয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোল সহ ছবি এবং অনুশীলনী সমেত চতুর্থ শ্রেণীর বইখানি মোট ৪৪ পৃষ্ঠা এবং পঞ্চম শ্রেণীর বই মোট ৫৬ পৃষ্ঠার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষণ নির্দেশিকা: নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাস পাঠক্রম রচিত হয়েছে। সেইজন্য শিক্ষকদের উপযোগী এই বিষয়ের শিখন-নির্দেশ সম্বলিত "শিক্ষণ ব্যবহারিকা" প্রকাশনা অত্যন্ত জরুরী। এতে বিষয়বস্তুর বিস্তৃততর ব্যাখ্যা, উপস্থাপন প্রণালী, ব্যবহারযোগ্য শিক্ষোপকরণ, পরীক্ষা প্রণালী, ছেলেমেয়েদের কাজের নির্দেশ ইত্যাদি থাকবে।

পরিবেশ পরিচিতি

(**প্রথম ও দ্বিতীয়** শ্রেণীর সংযুক্ত এবং ধারাবাহিক পাঠসূচী)

শিশুর পরিচয়

নাম, বাবার নাম, ভাইবোন, গ্রামের নাম।

শিশুর পরিবার

পরিবারের গঠন (বাবা, মা, ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য সদস্য); বাবার কাজ ও জীবিকা; মায়ের কাজ (তিনি পরিবারের সকলের জন্য কি করেন); ছেলেমেয়ের কি কাজ; তাদের কিভাবে চলা উচিত?

শিশুর বাড়িঘর

বাড়িঘরের দরকার কেন; বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ঘর (রান্নাঘর, গোয়ালঘর এবং বসবার ঘর ও বৈঠকখানা ইত্যাদি); গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে সাধারণত কি ধরনের বাড়িঘর দেখা যায়; শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কি ধরনের বাড়িঘরে থাকে?

শিশুর বিদ্যালয়

স্কুল বাড়িটি গ্রাম, পাড়া অথবা শহরের কোন্ জায়গায় অবস্থিত; কি দিয়ে তৈরি, কয়খানা ঘর, কোন্ ঘরে কি কাজ হয়; স্কুলের আসবাবপত্র, খেলার মাঠ, জলের বন্দোবস্ত, বাগান ইত্যাদি; কতজন শিক্ষক; স্কুল কেন হ'ল, স্কুল আমাদের কি উপকার করে; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমরা শ্রদ্ধা করি কেন?

স্কুলের জীবনে সংঘবদ্ধতা ও ঐক্য, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি এবং সহযোগিতা।

স্কুলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর রাখা দরকার কেন? কে পরিষ্কার রাখবে? এই বিষয়ে ছাত্ররা কি করবে? ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে কেন? কিভাবে থাকবে?

শিশুর পরিবেশ

বাড়ির মানুষ ছাড়া শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মণ্ডলীতে গৃহপালিত পশু; ওরা কি কাজে লাগে?

বাড়ির গাছপালা; ফুলফলের গাছ কে রোপণ করেছেন; বাড়িতে কি কি শাকসবজি হয়; গাছপালা ও শাকসবজির জন্য শিশু নিজে কি কাজ করে; শাকসবজি নিজেরাই খায় অথবা বিক্রি করে; বাড়ির গাছপালায় কোন্ কোন্ পাখি, ফড়িং, প্রজাপতি দেখা যায়; যাদের বাগান নেই তাদের বাড়িতে শাকসবজি কোথা থেকে আসে; শহরের বাজারে জিনিসপত্র কোথা থেকে আসে; আলো, হাওয়া, জল দরকার কেন; প্রাকৃতিক পরিবেশ—দিন, মাস, ঋতু, বৎসর।

পারিবারিক জীবন

পরিবারের সকলের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক কেন দরকার; ভাইবোনের সাথে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত; শিশুর কেমন সম্পর্ক; পরিবারের বন্ধু; বাড়ি ও পরিবারের জীবন সুন্দর করতে হ'লে শিশুর কিভাবে চলা উচিত। বড়দের সঙ্গে, সমবয়স্কদের সঙ্গে ও বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গে আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

বাড়িঘর

বাড়িঘর তৈরির আগে মানুষ কিভাবে থাকত; বাড়িঘর তৈরির জন্য (গ্রামে ও শহরে) কি কি জিনিস দরকার; সেগুলি আমরা কোথায় পাই। বাড়িঘর তৈরি করেন কারা; বাড়িতে উঠোন ও বাগানের কি সুবিধা?

বাড়িতে রোদ, হাওয়া এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল দরকার কেন? পরিচ্ছন্নতার মূল্য—ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত; চেতনা ও অভ্যাস।

আশেপাশের বাড়িঘরগুলি কেমন; যাঁদের বাড়িঘর নেই, তাঁরা কিভাবে থাকেন?

বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ

পাড়া কাকে বলে ; পাড়া কিভাবে গ'ড়ে ওঠে ; তাঁতি পাড়া, জেলে পাড়া, কুমোর পাড়া, বাগদি পাড়া নাম কি এখন আর চলা উচিত ; কেন চলা উচিত নয় ?

ছাত্রটির পাড়ার নাম কী ? পাড়ার মধ্যে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পুকুর, খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার ইত্যাদি।

পাড়া থেকে স্কুলে কিংবা হাটবাজারে যাওয়ার রাস্তা ; সেইসব রাস্তা কি দিয়ে তৈরি, কে তৈরি করেছেন ; সেইসব রাস্তায় কি ধরনের যানবাহন দেখা যায় ?

দূরের পরিবেশ

গ্রাম, থানা ও অঞ্চল পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা, মিউনিসিপ্যালিটি, রাজ্য, দেশ সম্বন্ধে সহজ ভাষায় প্রাথমিক ধারণা।

সমাজ পরিবেশ

শিশুর পরিচিত মানুষরা কি কি কাজ করেন ; তাদের প্রধান জীবিকা এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি কি ? পাড়ার মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক, পরস্পরনির্ভরতা (উদাহরণ সহ) ; পাড়ার লোকদের যৌথ কাজকর্ম এবং আনন্দ উৎসব। শিশুর নিজস্ব পরিবেশে সাধারণ পোশাক—মেয়ে ও পুরুষ, শীত ও গ্রীষ্মে ; শিশুর পরিবেশে সাধারণ খাদ্য। সুষম খাদ্য কাকে বলে ?

সমাজ-জীবনে অপরিচ্ছন্নতার কুফল ; ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার উপায়।

গ্রাম/শহর

গ্রাম কিংবা শহর বলতে কি বোঝায় ; গ্রাম কিংবা শহরের মধ্যে অথবা আশেপাশে খাল, পুকুর, কুয়ো, নলকূপ, পাম্প সেট, বাগান, বাগিচা ; সাধারণের খেলাধূলার জায়গা।

গ্রাম-শহরের আলো, যানবাহন, ডাক-তার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, স্টীমার কিংবা রেলস্টেশন কিংবা বাস স্টেশন, বন্দর।

হাটবাজার ; কি কি জিনিস পাওয়া যায় ; কারা বিক্রি করেন, কারা কেনেন ; বাহির থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা আসেন কিনা ; প্রধানত কোন্ কোন্ জিনিস গ্রাম ও শহরের মধ্যে বেচাকেনা হয় ?

উৎসব ও আনন্দ

গ্রাম-শহরে মন্দির-মসজিদ-গির্জা ; মিলিত উৎসব, খেলা, মেলা।

গ্রামের বিশেষ চিহ্ন—পোড়ো বাড়ি, বহু পুরানো গাছ, পুরানো মন্দির-মসজিদ-গির্জা, সাধারণের বারোয়ারিতলা ; সমাজ-জীবনে ধর্মান্ধতা এবং অস্পৃশ্যতার বিষময় ফল।

উৎপাদন

গ্রামের জমিতে কি কি ফসল হয় ; জমি কাদের ; সেই জমিতে কারা কাজ করেন ; হাল-বলদ কাদের ; যান্ত্রিক লাঙল আছে কি ; কি সার ব্যবহার করা হয় ?

গ্রামে আর কি কি ধরনের জিনিস উৎপাদন করা হয়; কারা করেন?

শহরের কারখানায় কি কি উৎপন্ন হয়, কারখানায় কাজ করেন কারা; শ্রমিক ও মজুরি বলতে কি বোঝায়?

স্বশাসন

গ্রাম-শহরের রাস্তাঘাট, আলো, জল সরবরাহের কাজ কারা করেন; কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত—এরা কি কি কাজ করেন?

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ

আমরা মাটিতে বাড়িঘর বানাই, রাস্তাঘাট তৈরি করি, কলকারখানা গড়ি, চাষ-আবাদ করি, মেঘ থেকে, নদী থেকে কিংবা মাটির তলা থেকে জল পাই।

আমাদের মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। আকাশে দেখি সূর্য, চাঁদ, তারা, মেঘ এবং রংবেরংয়ের পাখি। আকাশ, বাতাস, মাটি, জল—সব কিছু নিয়েই হ'ল আমাদের চারপাশের প্রকৃতি।

মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি ব্যবহার ক'রে প্রকৃতি থেকে পাওয়া গেছে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, কাঠ, ধাতু এবং অসংখ্য রকমের জিনিস। হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষের চেষ্টা আর শ্রমের ফলেই আবিষ্কার হয়েছে বিদ্যুৎ, রেডিও, উড়ো জাহাজ, রেলগাড়ি, টেলিভিশন, সাইকেল, মোটর গাড়ি আরও কত কী।

সূর্য, চাঁদ, তারা; দিন, সপ্তাহ, মাস, ঋতু—আমাদের জীবনে এদের প্রভাব (সহজ আলোচনা)।

তৃতীয় শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি

প্রথমাংশ: সামাজিক পরিবেশ (ইতিহাস)

১। এখন আমরা সব সময়ই দেখছি মোটর গাড়ি, ট্রেন, উড়োজাহাজ, বিদ্যুতের আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বড় বড় কলকারখানা, যন্ত্র দিয়ে জমি চাষ। আমরা আজ সভ্য সমাজের মানুষ।

হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষের শ্রম, বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানে তৈরি হয়েছে এই সভ্যতা। এই সভ্যতার কাহিনীই মানুষের ইতিহাস।

২। আদিম মানুষ: প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম ও সামঞ্জস্য; আগুন আবিষ্কার; খাদ্য সংগ্রহ; পশু শিকার; পাথরের হাতিয়ার, যূথবদ্ধতা; ভাষার উৎপত্তি; সকলের সমান অধিকার।

৩। পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদন: হাতিয়ারের উন্নতি; পশুপালন ও গোচারণ; খাদ্য "সংগ্রহের" বদলে খাদ্য "উৎপাদন"; চাষবাস; স্থায়ী বাসস্থান; ধাতুর ব্যবহার; সুগঠিত ভাষা ও লিপি; সভ্যতার প্রকৃত সূচনা। সভ্যতার ক্রমবিকাশে চাকাসৃষ্টির স্থান।

৪। গোষ্ঠী জীবন: গোষ্ঠী; শিল্পবাণিজ্য; ব্যক্তিগত সম্পত্তি; দাস প্রথা; শাসন যন্ত্র; গোষ্ঠী-গোষ্ঠী সংঘর্ষ; গোষ্ঠীর নেতা; ধর্ম ও পুরোহিত; সাহিত্য ও কলা।

৫। নদী উপত্যকায় মেসোপটামিয়া, মিশর, চীন ও সিন্ধু সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ।

৬। লোহা: লোহা আবিষ্কার ও ব্যবহার; লোহার যুগ; সভ্যতার ক্রমাগত উন্নতি।

৭। প্রাচীন সভ্যতার অবদান—অস্ত্র, আগুন, পশুপালন, খাদ্য উৎপাদন, কৃষি, সমাজ-জীবন, ধাতু, লিপি। ক্রমে সাম্য থেকে অসাম্য; দাস শ্রমের উদ্ভব।

দ্বিতীয়াংশ: প্রাকৃতিক পরিবেশ (ভূগোল)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা:—

১। পরিবেশের উপর গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, দিন, রাত, ঋতু ইত্যাদির প্রভাব সম্পর্কে সহজ আলোচনা।

২। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য মানুষের করণীয়—অপরিচ্ছন্নতার কুফল।

৩। জেলা, রাজ্য, দেশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।

৪। জেলার অবস্থান—প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্য, অধিবাসী ও জীবিকা।

৫। জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়—ভাষা, পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান।

৬। রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন—প্রধান প্রধান নদী, সমুদ্র, পাহাড়—যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলবায়ু ও তার প্রভাব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুসৃত কর্মসূচী কিছু কিছু চলবে। স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নকশা তৈরি করতে শিখবে। নকশাতে পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস-গুলি—যেমন হাট, বাজার, হাসপাতাল, নিজের বাড়ি, পুকুর, বিদ্যালয়, নদী ইত্যাদি চিহ্নিত করতে শিখবে। ভূ-গোলকের সঙ্গে পরিচিত হবে।

চতুর্থ শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি

প্রথমাংশ: সামাজিক পরিবেশ (ইতিহাস)

১। লোহা আবিষ্কারের ফলে কৃষির উন্নতি; নানারকমের ফসল; খামার; ভূস্বামী ও ভূমিদাস।

২। যন্ত্রপাতির উন্নতি; ধাতুর (বিশেষত লোহার) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার; কুটির শিল্প; ছোট ছোট কারখানা; শিল্পনবিশী।

৩। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার; মুদ্রা; স্থলপথে ও জলপথে দেশে দেশে সংযোগ (অতি সংক্ষেপে গ্রীস, রোম, পারস্য এবং ভারতের নামোল্লেখ)।

৪। ছোট ছোট গোষ্ঠীর বদলে বড় বড় রাজ্য; রাজা; সামন্ত; ফৌজ (অতি সংক্ষেপে গ্রীক, রোমান, পারসিক এবং মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উল্লেখ)।

৫। জমি, খনি কিংবা বাণিজ্য দখলের জন্য রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ (গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ; ভারতে পারসিক অভিযান; ভারতে তুর্কি-আফগান অভিযানের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ)।

৬। পৃথিবীতে শান্তির প্রচেষ্টা (কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত)।
ধর্ম চেতনা; কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, হজরত মহম্মদের উল্লেখ।

ধর্মীয় গোড়ামি, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা। অপর দিকে নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের চিন্তাধারা।

৭। শিক্ষা-সংস্কৃতির স্রষ্টা মানুষ। সাহিত্য—গ্রীক, রোমান, ভারতীয় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত—প্রসঙ্গত "বৈদিক জীবন"; শিক্ষাদীক্ষা (ভারতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ); গুরুকুল-নালন্দা-বিক্রমশীলা; স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্র (ভারতীয় উদাহরণ—অজন্তা, এলোরা, কুতব মিনার, তাজমহল), সঙ্গীত।

৮। মধ্যযুগে সভ্যতার অবদান—সুগঠিত কৃষি, ব্যাপক কুটির শিল্প, বিস্তৃত বাণিজ্য, রাজতন্ত্র, শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্য ইত্যাদি।

স্বৈরাচার ও সামন্ত প্রথার ভূমি দাসত্ব, বর্ণবিভাগ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির উদ্ভব।

দ্বিতীয়াংশ: প্রাকৃতিক পরিবেশ (ভূগোল)

রাজ্যের কথা: কৃষিজ, খনিজ, শিল্পজ, বনজ উৎপন্ন দ্রব্য; কৃষি ও শিল্পে উন্নতির চেষ্টা; প্রধান প্রধান জীবিকা; শিক্ষা; প্রশাসন (সাধারণভাবে)।

দেশের কথা: দেশের প্রাকৃতিক গঠন, প্রধান প্রধান নদনদী, পর্বত, মালভূমি, মরুভূমি, সমতল অঞ্চল। দেশের চারপাশ, পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান।

দেশের সম্পদ: বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য; মাটি ও জলবায়ুর প্রভাব; জলের ব্যবহার, জমির পরিবর্তন, কৃষির বিকাশ, খনিজ দ্রব্য, শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা।

দেশের মানুষ: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে মিলন; বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঐক্য—জাতীয়তা।

এই শ্রেণীতে ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের সঙ্গে ছাত্ররা পরিচিত হবে। মানচিত্র ব্যবহার করতে শিখবে। পর্যবেক্ষণ ও নকশা তৈরি কাজ এই শ্রেণীতেও চলবে।

পঞ্চম শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি

প্রথমাংশ ঃ সামাজিক পরিবেশ (ইতিহাস)

১। বাণিজ্য বাড়বার ফলে ভৌগোলিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে দেশে দেশে বাণিজ্য, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশ শোষণ (ভারত এবং ইন্দোচীনের উদাহরণ)।

২। আধুনিক বিজ্ঞান, বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সহজতর ও উন্নত জীবন।

৩। আধুনিক শিল্প, বিরাট বিরাট কলকারখানা, বড় বড় খনি, দেশজোড়া রেললাইন, জাহাজ বন্দর, নানা ধরনের জটিল যন্ত্রপাতি, অসংখ্য শ্রমিক, স্বল্প সংখ্যক মালিক ও বহু সংখ্যক উৎপাদক; কৃষক, কৃষি-শ্রমিক ও শ্রমিকদের জীবন এবং তাদের অবদান—তাদের বর্তমান অবস্থা ও তার উন্নয়ন; উন্নত ধরনের কৃষি।

৪। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা; যানবাহন।

৫। বাণিজ্য ও উপনিবেশের জন্য বড় বড় রাষ্ট্রে লড়াই; মারণাস্ত্র ও ধ্বংস (বিশ্ব-যুদ্ধের উল্লেখ সহ)।

৬। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের চেতনা; দেশে দেশে আন্দোলন ও বিদ্রোহ (সহজভাবে দু'একটি উদাহরণ সহ)।

৭। পরাধীন দেশে ও উপনিবেশে স্বাধীনতার আন্দোলন। সারা দুনিয়ায় সমানাধিকারের আন্দোলন; গণ-অধিকার এবং গণশিক্ষার আন্দোলন (প্রতিক্ষেত্রেই ভারতের উদাহরণ), ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী।

৮। ভারতের নবজাগৃতিতে মনীষীদের অবদান—সংক্ষিপ্ত আলোচনা: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, জগদীশ বসু, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ।

৯। সভ্যতার আগামীদিনের লক্ষ্য—সুখী সমাজ রচনা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা।

বন্য এবং অসভ্য অবস্থা থেকে হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষের শ্রমের ফলেই আমরা ভোগ করছি শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা, কলকারখানা, প্রকৃতিকে জয় করেছি, দ্রুত সংবাদ প্রেরণ ও ভ্রমণের উপায় জেনেছি, মহাকাশ ও মহাসাগরে অভিযান চালিয়েছি, বিজ্ঞানকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করেছি এবং আরও অনেক কিছু পেয়েছি।

কিন্তু এখনও সকল মানুষ স্বাধীন নয়। এখনও বেশির ভাগ মানুষই গরিব, সমাজে এখনও শ্রেণী বৈষম্য ও শোষণ বিদ্যমান। সভ্যতার অবদানসমূহ সকলে মিলে সমানভাবে ভোগ করতে পারলে পৃথিবীতে আসবে সুখ ও শান্তি।

দ্বিতীয়াংশ : প্রাকৃতিক পরিবেশ (ভূগোল)

এই শ্রেণীতে ভূ-গোলক ও মানচিত্রের ব্যবহার যথাযোগ্য স্থানে চলবে।

ভারতের কথা : প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণে ভারতের সম্পদের কথা। ভারতের প্রাকৃতিক গঠন, প্রধান প্রধান নদী, পর্বত, মালভূমি, মরুভূমি, সমতলভূমি, দেশের চারিপাশ, পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান।

ভারতের সম্পদ : বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, উৎপন্ন দ্রব্য, জলবায়ুর প্রভাব, কৃষি, খনি, শিল্প, বাণিজ্য।

দেশের মানুষ : বিভিন্ন ভাষা, সাংস্কৃতিক মিলন।

ভারতের প্রতিবেশী : ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ, তাদের ভাষা, পোশাক, গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্রা—আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা।

আমাদের পৃথিবী : মহাদেশ, মহাসাগর, মহাশূন্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন-যাত্রার বৈচিত্র্য—ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল।

পরিবেশ পরিচিতি ঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান

ভূমিকা

১। শিশু তার পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জিনিস দেখছে এবং জানছে। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কে তার এই জ্ঞান সুসংগঠিত নয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সমৃদ্ধ করা, পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করা, পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সংযোজনের জন্য তার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলা ও পরিবেশের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করা। বিভিন্ন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে প্রধানত জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক এবং বোধমূলক—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঠকে সমাজ পরিবেশের পাঠের সঙ্গে সমন্বিতভাবে দেওয়া হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শিশুদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং উহা ক্রমপর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণীতে শেষ হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঠ্যবিষয়কে সমকেন্দ্রিক নীতি অনুসারে উত্তরোত্তর বিস্তৃত করা হয়েছে। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়-গুলি কিভাবে ধাপে ধাপে উপস্থাপিত হবে তা দেখানো হ'ল।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। মামুলী পাঠও দেওয়া হবে না।

৩। পরিবেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরি-বেশের ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন, গাছপালা, পশুপক্ষী ইত্যাদির পরিবর্তন, আবহাওয়া পর্য-বেক্ষণ, সেই সম্পর্কে আলোচনা হবে। জিজ্ঞাসু মন, পর্যবেক্ষণ ও ধীশক্তির বিকাশে এই স্তরে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

৪। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে "শিক্ষক নির্দেশিকা" ব্যবহার করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে যতদূর সম্ভব ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, আবিষ্কার করার মনোভাব, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তে আসার দৃষ্টিভঙ্গী যাতে গ'ড়ে ওঠে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রদের করণীয় কাজের ইঙ্গিত থাকবে। অর্জিত অভিজ্ঞতা নিজের পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে।

পরিবেশ পরিচিতিঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান

তৃতীয় শ্রেণী

একক	মুখ্য বিষয়
(১) ছাত্র ও তার পরিবেশ (জৈব ও জড়)	(১) বিভিন্ন জৈব ও জড়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি (২) বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিচিতি (৩) জৈব পদার্থ—বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচিতি

একক	মুখ্য বিষয়
	(৪) জড় পদার্থ—বায়ু, জল ইত্যাদি—প্রাথমিক ধারণা ও জড় পদার্থের তিন রূপে অবস্থান —কঠিন, তরল ও গ্যাস
	(৫) জৈব ও জড় পদার্থের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য
	(৬) মাটি—দোআঁশ, এঁটেল ও বেলে
(২) পৃথিবী	(১) পৃথিবীর আকৃতি
	(২) পৃথিবী সূর্য থেকে আলো পায়
	(৩) আলোকের পথে বাধার ফলে ছায়ার উৎপত্তি
	(৪) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে ও তার ফলে দিনরাত্রি হয়
	(৫) চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে
	(৬) চাঁদের নিজের আলো নেই
(৩) বল ও কাজ	(১) মাংসপেশীর বল
	(২) যে কোন কাজ করতে বলের প্রয়োজন
	(৩) বল—কম ও বেশি
	(৪) বলপ্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ—গতি, ওজন ও পৃথিবীর টান, বাধা, যন্ত্রের ব্যবহার
(৪) আমাদের দেহ ও স্বাস্থ্য	(১) বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
	(২) তাদের কাজ
	(৩) অঙ্গসঞ্চালন ও স্বাস্থ্য
(৫) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জল, খাদ্য ও বায়ু	(১) জলের উৎস
	(২) জল দূষিত হয় কিভাবে
	(৩) পানীয় জল
	(৪) বিশুদ্ধ খাদ্য, পানীয় জল ও বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

পরিবেশ পরিচিতি : প্রকৃতিবিজ্ঞান

চতুর্থ শ্রেণী

একক	মুখ্য বিষয়
(১) জীব—প্রাণী ও উদ্ভিদ	(১) প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার ভেদ—মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের পরিচিত প্রাণীর উদাহরণ, অপকারী ও উপকারী কীটপতঙ্গের পরিচিতি

একক	মুখ্য বিষয়
	(২) উদ্ভিদের স্থূল প্রকারভেদ—অপুষ্পক ও সপুষ্পক, বিভিন্ন প্রকার পরিচিত উদ্ভিদের উদাহরণ (৩) বীজ—বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও শর্তাবলীর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ (৪) গাছ নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে—সূর্যা-লোকে ও মূলের সাহায্যে পাতায় খাদ্য তৈরি হয় (প্রাথমিক ধারণা) (৫) উদ্ভিদ আমাদের খাদ্য ছাড়াও কাঠ, কাঠ থেকে কাগজ, মসলা ও ওষুধপত্রের মতো দরকারী জিনিসপত্র দেয়
(২) বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও তাহাদের প্রয়োগ—প্রাথমিক ধারণা	(১) কাজ করবার জন্য শক্তি চাই (২) জলের স্রোত একটি শক্তির উৎস (৩) তাপশক্তি (৪) বাষ্পশক্তি (৫) বিদ্যুৎশক্তি
(৩) জড় পদার্থের উপর তাপের প্রভাব	(১) উষ্ণতা (২) পদার্থের তাপীয় অবস্থার পার্থক্য (৩) উত্তাপে বস্তুর পরিবর্তন আনে (৪) থার্মোমিটার (৫) বৃষ্টিচক্র
(৪) সূর্য, আকাশ, পৃথিবী ..	(১) নক্ষত্র (২) সূর্য একটি নক্ষত্র (৩) গ্রহ ও উপগ্রহ—পৃথিবী একটি গ্রহ, চন্দ্র একটি উপগ্রহ (৪) পৃথিবীর গতি ও কক্ষপথ —আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি (৫) বৎসরের বিভিন্ন সময় পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি বিভিন্নভাবে আপতিত হয়, ফলে, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতুপরিবর্তন হয়
(৫) কতকগুলি প্রধান শারীরিক প্রক্রিয়া	(১) শ্বাসকার্য—অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ, ফুসফুস ও তার কার্য, বায়ুর দূষিত হওয়া, গৃহে বায়ু সঞ্চালন

একক	মুখ্য বিষয়
	(২) রক্তসঞ্চালন—হৃৎপিণ্ডের কার্য, নাড়ীর স্পন্দন (৩) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ

পরিবেশ পরিচিতি ঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণী

(১) জীব—কতিপয় প্রাণী ও উদ্ভিদ	(১) কতকগুলি পরিচিত ফুলের বিভিন্ন অংশ (২) কতকগুলি প্রাণীর জীবনচক্র সম্বন্ধে ধারণা—ব্যাঙ, প্রজাপতি, মৌমাছি (৩) মাছ ও পাখি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা (৪) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কার্য
(২) জড় পদার্থ—শক্তির প্রয়োগ	(১) তড়িৎশক্তি প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ, ব্যাটারীর ব্যবহার (২) চুম্বকশক্তি—তাহার আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ধর্ম (৩) পরিবেশে কতিপয় সরল যন্ত্র, জাঁতি, সাঁড়াশি, চাকা—কাজের সুবিধা
(৩) পরিমাপের একক (প্রাথমিক ধারণা)	(১) ভর ও ওজন (২) ভরের পরিমাপ—গ্রাম, কিলোগ্রাম, তুলাদণ্ড (৩) দৈর্ঘ্যের পরিমাপ—মিটার (৪) আয়তনের পরিমাপ—লিটার (৫) পরিবেশে সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা
(৪) আকাশ—কতিপয় নক্ষত্র পরিচিতি, গ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটা	(১) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা (২) জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (৩) ধ্রুবতারা, শুকতারা, কালপুরুষ প্রভৃতি কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা
(৫) পাথর, মাটি ও খনিজ পদার্থ	(১) পাথর ও মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (২) কয়েকটি খনিজ পদার্থের পরিচিতি (৩) মানুষের জীবনে খনিজ পদার্থ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার
(৬) প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা	(১) শ্বাসক্রিয়া (২) আহার (৩) বংশবৃদ্ধি

একক	মুখ্য বিষয়
(৭) কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া	(১) খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক কার্য—পৌষ্টিক নালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, লিভার, অগ্ন্যাশয়, মলত্যাগ
	(২) রেচনক্রিয়া—মূত্রত্যাগ ও স্বেদন
(৮) পরিবেশ দূষীভবন (সাধারণ ধারণা)	শহর ও গ্রামের পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয়; পরিবেশ বিশুদ্ধ রক্ষায় প্রত্যেকের করণীয়
(৯) মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব	(১) কৃষিকার্যের উন্নতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ
	(২) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ
	(৩) শিল্পের বিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

Printed by:
BASUMATI CORPORATION LIMITED
(A Government of West Bengal Undertaking)
166 Bipin Bihari Ganguly Street
Calcutta-700012